লোকজ

কৃষিবার্তা

আষাঢ় ১৪৩০, জুন ২০২৩

LoCOS

লোকজ

লোকজ
কৃষিবার্তা
আষাঢ় ১৪৩০, জুন ২০২৩

সম্পাদকীয়

গত শতাব্দীর শুরুর দিকে প্রায় ১৮ হাজার জাতের দেশীয় ধানের তথ্য পাওয়া যায়। প্রায় দশ হাজার জাত হারিয়ে গিয়ে এখন আমাদের বীজ ব্যাংকে সংরক্ষিত দেশীয় ধানের জাত সংখ্যা ৮,৬০০। আমাদের দেশের ভৌগলিক পরিবেশভেদে এতো বৈচিত্র্যময় ধান হতো যে, এর সবগুলোর হদিস পাওয়াও এখন কঠিন। এসকল হাজার হাজার ধান জাতের উদ্ভাবক কিন্তু আমাদের কৃষকই।

বাংলাদেশে ৩০টি কৃষি -পরিবেশগত অঞ্চল রয়েছে। এই ৩০টি কৃষি-পরিবেশগত অঞ্চলকে ৮৮টি উপ-অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে এবং এই উপ-অঞ্চলকে আবার ৫৩৫টি কৃষি-পরিবেশগত এককে ভাগ করা হয়েছে। এই এককের মধ্যেও নানা ধরণের ভাগ রয়েছে।

এতএত কৃষি প্রতিবেশ বিভক্তির ফলে ধান ও ফসলের নানা বৈচিত্র্য নানা ভাগ। একজন কৃষক তার প্রতিবেশ পরিবেশ বিবেচনায় নিয়ে ধান চাষ করে। সেই প্রাচীন আমলের মতো বাংলাদেশে এখনো প্রধান খাদ্য ভাত এবং এদেশের কৃষকেরা বছরের একটি বড় সময়ই ব্যয় করেন ধান চাষ করতে। তবে আগের মতো নানা জাতের ধান এখন আর চাষ করা হয় না। সংখ্যার বিচারে কয়েক হাজার জাতের ধান চাষের কথা বলা হলেও মূলত সামান্য কয়েকটি জাতের ধান ব্যাপকভাবে চাষ করা হয়। চাষাবাদের পাশাপাশি কৃষক তার প্রয়োজনেই এলাকা উপযোগী নতুন নতুন ধান উদ্ভাবন করতে চাই। ফলনশীলতার পাশাপাশি; খরা সহিষ্ণুতা, লবণ সহিষ্ণুতা, সরু চাল, সুগন্ধিযুক্ত, ঝড় বাতাসে হেলে না পড়া, গাছের উচ্চতা, শীষের দৈর্ঘ্য, জীবনকাল, শীষের গাঁথুনী, কুশির সংখ্যা, দানার দৈর্ঘ্য, দানার প্রস্থ, চাউলের আকৃতি, চাউলের রং, ধানের রং, চাউলের ঘ্রাণ, গোছায় পুষ্ট ধানের সংখ্যাসহ মানুষের খাদ্যাভ্যাস বিবেচণায় নিয়ে কৃষককে নতূন জাত উদ্ভাবন করতে হবে।

লোকজ-এর আয়োজনে ০৩ মে ২০২৩ বুধবার খুলনায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্রীডার কৃষকদের অংশগ্রহণে ধান-এর নতুন জাত উদ্ভাবনের গল্প বিষয়ক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ধান-এর নতুন জাত উ ডাবনের গল্প অনুষ্ঠানে নেত্রকোনার ব্রীডার কৃষক নয়ন মিয়া ০৪টি ও সৈয়দ আহম্মেদ খান বাচ্চু ০৪টি, মানিকগঞ্জ-এর মো: মনোয়ার হোসাইন ০৩টি, ময়মনসিংহ-এর মো: আব্দুল বারী ০২টি, সাতক্ষীরার মো: শেখ সিরাজুল ইসলাম ০১টি ও দিলীপ তরফদার ০২টি, রংপুরের আদিবাসী কৃষক মালতী মিনজি ০১টি, রাজশাহীর নূর মোহাম্মদ প্রায় ২০০টি এবং খুলনার আরুনি সরকার ১০টি ধান জাত উদ্ভাবনের নানা পর্যায়ের পরিক্রমা তুলে ধরেছেন। এখানে শিক্ষাবিদ, কৃষি গবেষক, সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন উন্নয়ন সংগঠন ও সিভিল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কৃষকরা এ বিষয়ে তাদের মূল্যবান মতামত প্রদান করেছেন। পত্রিকাটির এই পর্বে সকলের বক্তব্যকে তথ্যাবদ্ধ করা হয়েছে। আশাকরি এটি আগ্রহীদের কাজে লাগবে।

গত কয়েক দিন আগে ‘লোকজ’ ও মৈত্রী কৃষক ফেডারেশন-এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে খুলনা বটিয়াঘাটা উপজেলার আমতলা ও খড়িয়াসহ সকল নদী-খাল ইজারা বন্ধ এবং নেট-পাটা ও বাঁধ অপসারণ করে কৃষির জন্য উন্মুক্ত জলমহল ঘোষণার দাবী জাননো হয়েছে। উল্লেখিত নদী ও খালসমূহ পরস্পর সংযুক্ত, কিন্তু ভিন্ন নামে পরিচিত জলমহল। যা ওয়াপদা বেঁড়িবাধ-এর ভিতরে অবস্থিত এবং স্লুইস গেইট সংযুক্ত। উক্ত নদী-খালগুলির মাধ্যমে এলাকার ২৬টি গ্রামের প্রায় ৩৫ হাজার একর ফসলী জমির আবাদ হয় এবং এই জমির পানি নিষ্কাষিতও হয়। এলাকার ৩৫ হাজার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ কৃষিজীবি ও মৎস্যজীবি। তারা এই নদী ও খালের পানি ব্যবহার করে আমন ও বোরো ধান, তরমুজ, মিস্টি কুমড়া, তিল, মুগডালসহ সকল ফসল উৎপাদন করে। সারাদিন কাজের পর কৃষকরা এই নদী হতে মাছ ধরে তাদের দৈনন্দিন আমিষের চাহিদা মেটায়। এলাকার মানুষের জীবন জীবিকার জন্য এই নদী ও খালগুলি একমাত্র অবলম্বন। এই ইজারার ফলে সরকার কিছু তাৎক্ষনিক রেভুনিউ পেলেও জিডিপি’তে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

২০১৩ থেকে মিজরিও-জার্মানীর সহযোগিতায় ‘লোকজ’ কৃষক নেতৃত্বে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের বাস্তবায়িত নানা ধরণের কর্মসূচির খবর নিয়ে ‘লোকজ কৃষিবার্তা’ প্রকাশিত হলো। বার্তাটি প্রকাশনায় সহায়তাকারী সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

সম্পাদনা
দেব প্রসাদ সরকার
পলাশ দাশ

অনুলিখন
মৌফারসের আলম লেনিন
মিলন কান্তি মণ্ডল
দিপঙ্কর কবিরাজ
পার্থ মণ্ডল
বাসুদেব মল্লিক

প্রকাশকাল
আষাঢ় ১৪৩০, জুন ২০২৩

প্রকাশনায়
লোকজ
বটিয়াঘাটা, খুলনা

মুদ্রণ
প্রিন্ট জোন, খুলনা

ধান-এর নতুন জাত উদ্ভাবনের গল্প বললেন উদ্ভাবক কৃষকরা

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকরা খুলনায় এক মিলন মেলার মাধ্যমে তাঁদের ধান-এর জাত উদ্ভাবনের নানা পরিক্রমা তুলে ধরছেন। ০৩ মে ২০২৩ বুধবার খুলনা মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সম্মেলন কক্ষে ধান-এর নতুন জাত উদ্ভাবনের গল্প বিষয়ক এক অনুষ্ঠানে নেত্রকোনার ব্রীডার কৃষক নয়ন মিয়া ও সৈয়দ আহম্মেদ খান বাচ্চু, মানিকগঞ্জ-এর মো: মনোয়ার হোসাইন, রংপুরের আদিবাসী কৃষক মালতী মিনজি, ময়মনসিংহ-এর মো: আব্দুল বারী, সাতক্ষীরার মো: শেখ সিরাজুল ইসলাম ও দিলীপ তরফদার, রাজশাহীর নূর মোহাম্মদ এবং খুলনার আরুনী সরকার; তাঁদের এলাকা উপযোগী ধান-এর নতুন জাত ও এই সকল জাত উদ্ভাবনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

লোকজ-এর আয়োজন এবং মিজরিও-জার্মানীর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত কর্মসূচিটিতে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক-গবেষক, লোকজ-এর সভাপতি গৌরাঙ্গ নন্দী। লোকজ-এর নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রসাদ সরকারের স্বাগত বক্তব্য এবং কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, খুলনার সাবেক অধ্যাক্ষ ড. এস এম ফেরদৌস-এর তথ্য উপাত্ত উপস্থাপনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে ব্রীডার কৃষকদের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বক্তব্য রাখেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এগ্রোটেকনোলজি ডিসিপ্লিনের প্রফেসর ড. মরিরুল ইসলাম রিপন, প্রফেসর ড. মো: রায়হান আলী, প্রফেসর ড. মো: রেজাউল ইসলাম, প্রফেসর ড. সাঈদা রেহেনা, ডিএই অতিরিক্ত পরিচালক মোহন কুমার ঘোষ, ব্রী সাতক্ষীরার প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. তাহমিদ আনসারি, বারির প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. হারুন-অর রশিদ, জেলা বীজ প্রত্যায়ণ অফিসার মো: নজরুল ইসলাম, বিনা-র উদ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো: বাবুল আক্তার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনার অতিরিক্ত উপপরিচালক (পিপি) মিজান মাহবুব, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়-এর জনসংযোগ কর্মকর্তা এসএম আতিয়ার রহমান, বটিয়াঘাটা উপজেলা কৃষি অফিসার মো: রবিউল ইসলাম প্রমুখ:। অনুষ্ঠানে খুলনার শিক্ষাবিদ, কৃষি গবেষক, সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন উন্নয়ন সংগঠন ও সিভিল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, বিভিন্ন পর্যায়ের কৃষকরা উপস্থিত ছিলেন।

গৌরাঙ্গ নন্দী, সভাপতি, লোকজ ও সাংবাদিক-গবেষক

আজকের এই ধান-এর নতুন জাত উদ্ভাবনের গল্প অনুষ্ঠানে উপস্থিত সেইসব আলোকিত কৃষক যারা তাদের নানা প্রচেষ্টার মধ্যদিয়ে ধান-এর নতুন জাত উদ্ভাবন করছেন; প্রথমেই উপস্থিত সেইসব কৃষকদের করতালি দিয়ে আমরা অভিনন্দন জানাই। তাছাড়া ধান জাত উদ্ভাবনের এই গল্প শুনতে যেসকল শিক্ষাবিদ, কৃষি গবেষক, সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন উন্নয়ন সংগঠন ও সিভিল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কৃষকরা তাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে উপস্থিত হয়েছেন; আপনাদের প্রত্যেকের প্রতি লোকজ-এর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আজকের এই ধান-এর নতুন জাত উদ্ভাবনের গল্প অনুষ্ঠানে নেত্রকোনার ব্রীডার কৃষক নয়ন মিয়া ০৪টি ও সৈয়দ আহম্মেদ খান বাচ্চু ০৪টি, মানিকগঞ্জ-এর মো: মনোয়ার হোসাইন ০৩টি, ময়মনসিংহ-এর মো: আব্দুল বারী ০২টি, সাতক্ষীরার মো: শেখ সিরাজুল ইসলাম ০১টি ও দিলীপ তরফদার ০২টি, রংপুরের আদিবাসী কৃষক মালতী মিনজি ০১টি, রাজশাহীর নূর মোহাম্মদ প্রায় ২০০টি এবং খুলনার আরুনী সরকার ১০টি ধান জাত উদ্ভাবনের নানা পর্যায়ে রয়েছেন। তাদের জাত উদ্ভাবেনর গল্প আমাদের সামনে তুলে ধরবেন। প্রথমে এই অনুষ্ঠান আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান লোকজ- এর নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রসাদ সরকার-এর স্বাগত বক্তব্য ও খুলনা কৃষি প্রশিক্ষণ ইনসিটিটিউট-এর সাবেক অধ্যক্ষ কৃষিবিদ ড. এস এম ফেরদৌসকে একটি প্রেজেন্টেশান প্রদান এবং পর্যায়ক্রমে ব্রীডার কৃষকদের জাত উদ্ভাবনের গল্প বা পরিক্রমা আমাদের সামনে তুলে ধরবার আহ্বান জানিয়ে এ পর্যায়ে আমি আমার কথা শেষ করছি। সকলকে ধন্যবাদ।

দেসপ্রসাদ সরকার, নির্বাহী পরিচালক, লোকজ

আজকের এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত শিক্ষাবিদ, কৃষি গবেষক, সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন উন্নয়ন সংগঠন ও সিভিল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ, সর্বোপরি কৃষকবৃন্দ; আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষকরে সেইসকল ব্রীডার কৃষক, যারা এলাকা উপযোগি নানা ধরনের ধান উদ্ভাবন করেছেন, আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন এবং আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের সামনে তাঁদের ধান-এর জাত উদ্ভাবনের গল্প বলবেন; তাদের প্রত্যেককেই কুর্ণিশ জানাই, অভিনন্দন জানাই এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

দেশের বিভিন্ন প্রাপ্ত থেকে আজকের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ব্রীডার কৃষকরা ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নানা ধরণের ধান জাত বা লাইন উদ্ভাবন করেছেন। আকজের এই অনুষ্ঠানে নেত্রকোনা, মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহ, সাতক্ষীরা, রাজশাহী ও খুলনার সেই সকল কৃষকরা তাঁদের এলাকা উপযোগী ধান-এর নতুন জাত উদ্ভাবনের গল্প বলবেন। আপনাদেরকে সেই গল্প শোনার আহ্বান জানিয়ে এবং

আপনাদের প্রতি আবারও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি।

ড. এস এম ফেরদৌস, অধ্যক্ষ (সাবেক), কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, খুলনা

কৃষকের উদ্ভাবিত ধান জাতগুলিকে 'নারিস' করে আরো ভালো কিছু পাওয়া যায় কিনা এ ব্যপারে আমি সভায় উপস্থিত বিজ্ঞানী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই এলাকার কৃষক আরুনী সরকার উদ্ভাবিত আলো, আরুনী, লোকজ, গঙ্গা, মৈত্রী ও লক্ষ্মীভোগ ধান জাতগুলোর ফলন, শীষের দৈর্ঘ্য, জীবনকাল, গাছের উচ্চতা ইত্যাদির ইতিবাচক পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করেছি। আরুনী সরকার একজন কৃষক, তিনি কোনো বিজ্ঞানী নন, তাই সঠিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে তার কিছুটা ত্রুটি রয়েছে বলে আমার মনে হয়েছে। তবে সে যেটুকু করেছে সেটাও অমাদের জন্য অনেক বড় পাওয়া। তাকে কোনোভাবে নিরুৎসাহিত করা ঠিক হবে না। কৃষক আরুনী সরকারসহ এখানে উপস্থিত অন্যান্য কৃষকদের উদ্ভাবিত ধানগুলিকে জাত হিসাবে স্বীকৃতি পেতে হলে কতকগুলো ধাপ অতিক্রম করে সামনে এগোতে হবে।

সৈয়দ আহমেদ খাঁন বাচ্চু, ব্রীডার কৃষক, আড়পাড়া, নেত্রকোনা

আমারমত একজন সাধারণ কৃষককে এই রকম একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ ও কথা বলার সুযোগ প্রদানের জন্য আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ রকম অনুষ্ঠান বেশি বেশি হলে আমরা আরো জানতে পারবো, কাজে উৎসাহ পাবো। বারসিক নেত্রকোনা ও ঢাকা অফিসের প্রেরণায় ২০০৫ সালে এ কাজে আমি অন্তর্ভূক্ত হয়ে এ পর্যন্ত ০৭টি নতুন জাত বা লাইন তৈরি করেছি। আমি আমন মৌসুমে স্থানীয় ধান কৈডাজুরীকে মাদার ও বোয়োয়াদ্রিজী ধানকে ফাদার, খাইনল ধানকে মাদার ও বিরই ধানকে ফাদার এবং লোহাটাঙ্গাকে মাদার ও সুভাশ ধানকে ফাদার করে ক্রস বিড্রিং করি। বর্তমানে প্রথমটা এফ ১০ এবং পরের দুটি এফ ০৯ পর্যায়ে আছে। এছাড়া বোরো মৌসুমে ব্রী ধান ২৮ ও ব্রী ধান ২৯, ব্রী ধান ২৯ ও সিনজেন্টা ১২০৩ ধান এবং বিনা ১৮ ও লাফা ধানগুলোকে যথাক্রমে মাদার ও ফাদার করে ক্রস ব্রীডিং করে সফলতা পেয়েছি। এই ধানগুলো এফ ০৬ পর্যায়ে আছে। আমন মৌসুমে বর্ষা থাকলে, বৃষ্টির জন্য ফুল কম হয়। আবার প্রচণ্ড খরা হলে ব্রীডিং কাজে অসুবিধা হয়। এ সময় পাত্র অনেক সময় রোদেও রাখা লাগে। আমাদের দেশের স্থানীয় জাতের ধানগুলো হারিয়ে যাচ্ছে, তাই যতটুকু আছে তা ধরে রাখতে হবে। আমাদের বেশি ফলন দরকার, বিষয়টি মাথায় রেখেই আমাদেরকে নতুন ধান উদ্ভাবনের চেষ্টা করতে হবে।

দিলীপ তরফদার, ব্রীডার কৃষক, সাতক্ষীরা

আমার বাড়ি সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার সদর ইউনিয়নের চন্ডিপুর গ্রামে। চন্ডিপুর কৃষক সংগ্ঠনের সভাপতি আমি। এলাকা লবণাক্ততার কারণে আমাদের অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়। যেহেতু সুন্দরবন কোল ঘেষা আমাদের উপজেলা। সবসময় প্রায় ঝড় জলোচ্ছাস ঘূর্ণিঝড়সহ বিভিন্ন রকম দুর্যোগ লেগেই থাকে। সব কিছুর সঙ্গে লড়াই করে আমাদের কৃষকদের কৃষিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কাজ করতে হয়। আমাদের একটি ধান গবেষণার প্লট আছে। মোট ২৮টি জাত নিয়ে আমার এই মাঠ গবেষণার কাজ করি। এই গবেষণা কার্যক্রম শুরুর আগে ২০০৫ সালে গবেষণা প্রতিষ্ঠান বারসিকের সাথে আমার পরিচয় হয়। পরিচয় হওয়ার পরে ধান নিয়ে যেহেতু কাজ করি ওনাদেরকে বললাম ধানের নতুন নতুন জাত কিভাবে করা যায়, সেটা আমাদেরকে শিখাতে হবে। ২০০৫ সালে বারসিক-এর মাধ্যমে ধানের ক্রস ব্রীডিং বিষয়ে একটা প্রশিক্ষণ নেই। প্রশিক্ষণ নেবার পর ২০০৬ সালে কি কি জাত নিয়ে ক্রস ব্রীডিং করা যায় তার প্রস্তুতি নেই। আামাদের বিলের পাশের লবণাক্ত ঘেরের সাইডে জমি আছে। সেই জমিতে ধান হয়। ঐ বছর স্থানীয় ৬/৭টা ধানের জাত ভেড়ির পাশ দিয়ে রোপন করি। রোপন করার পরে যে জাতগুলো ওই লবণাক্ততার ভিতর টিকে ছিল তার থেকে ৪টে জাত আমি বাছাই করে রাখি। পরের বছরে ২০০৭ সালে ওই ধান আলাদা টবের ভিতরে আমি চারা দিই। এই চারা জমিতে রোপন করা হয় কাটিং করার জন্য। এই চারটি জাতের ধানের দুটিকে মা ও দুটিকে বাবা হিসাবে কাটিং এবং পলিনেশন করা হয়। চিনিকানি এবং হলদে গোটাল থেকে পাওয়া জাতটা মাঠে চারা হয়ে চারা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু খাজুরছড়ি এবং কুটে পাটনাই জাতের ক্রসবিডিং সফলতা পায়। প্রথম বছরে আমার ৪টি চাউল হয়েছিলো। চারটি চাউল সংরক্ষণ করে পরবর্তীতে ২০০৮ সালে ওই চাউল থেকে ২টা গাছ হয়। এভাবে প্রতি বছর সিলেকশান ও বাছাই প্রক্রিয়া করার ফলে ২০১৬ সালে সম্ভবত ধান একেবারে ফ্রেস হয়ে গেল। এই ধানের নাম দিছি আমি চারুলতা ধান। এটি আমার মায়ের নামে নাম। সেই ধান থেকে একজন দুইজন করে এলাকায় এখন এই চারুলতা ধান ছড়িয়ে পড়েছে। আর আগে সে সব ধান ছিল; একবার রোপন করে আসার পর আর কাটার সময় ছাড়া মাঠে যাওয়া লাগত না। আমাদের ক্রস ব্রীডিং এর যে ধান তাও একই বকম; আজ পর্যন্ত কোনো ভিটামিন স্প্রে করা লাগেনি। ধানে কোনো রোগ নেই। ক্রস ব্রীডিং এর ধানের মা ধান 'কুটে পাটনাই' ফুলে বের হওয়ার আগে শুয়ে পড়ে। বাবা ধান 'খেজুর ছড়ি'ও তাই। ক্রস ব্রীডিং করার পর যে ধান হয়েছে তার গাছ অত্যন্ত শক্ত। শুয়ে পড়ে না। সব সময় শক্ত থাকে।

মো: আব্দুল বারী, ব্রীডার কৃষক, তারাকান্দা, ময়মনসিংহ

অনেক জায়গায়ই গেছি কিন্তু এধরনের অনুষ্ঠানে যাইনি। আমাদের মত কৃষককের জন্য এটা দারুন একটা অনুষ্ঠান। আমার পিতা ও গ্রামের আরেকজন লোক মিলে প্লট আকারে ধান লাগাতো। যেটা ভালো হতো সেই ধানের বীজ রাখা হতো এবং যেটা ভালো লাগতো না সেটা আমরা চাষ করতাম না। ২০০৯ সালের কথা, তখন আমাদের বসত ঘরের বারান্দায় মিটিং হতো। প্রথম দিকে ০২ থেকে ০৩ জনের মতো কৃষক উপস্থিত হতেন। বিষয়টি ভালো লেগে যাওয়ায় ০১ বছরের মধ্যে ২০১০ সালের দিকে ২২ জনকে নিয়ে একটা কৃষক সংগঠন তৈরি হলো। ২০১১ সালের দিকে সংগঠনে আরো লোক বাড়লো। বারসিক এর ওয়াহিদ ও আলমগীর ভাই এসে আমাদের ক্রসকাটিং এর কথা বলল এবং আমরা শিখতে চাইলাম। নেত্রকোনার বাচ্চু ভাই আমাদের ক্রস কাটিং শেখালো। আমি প্রথমবারই সফলতা পেলাম। আমি মুক্তা ইরি মা ও কালিজিরা বাবা এবং পাইজাম/পুইত্যা ধান মা ও গোদা আমন বাবা করে ক্রস করি। প্রথম এফ-১ এর ২টি ধান পেয়েছিলাম। সেখান থেকে যে গাছ হয়েছিলো সেগুলো খুবই সুন্দর ছিলো; ভালো বাইল বের হয়েছিলো, ধানগুলো একেবারে কালোজিরার মতো হয়েছিলো কিন্তু যখন পাকতে শুরু করলো তখন কিছুটা হালকা হয়ে গিয়েছিলো। পরের বছর যখন আবার জমিতে দিলাম তখন দেখা গেলো; কিছু হচ্ছে লাল, কিছু হচ্ছে সাদা, কিছু বের হচ্ছে আগে, কিছু বের হচ্ছে পরে, কিছু মোটা, কিছু চিকন এই রকম নানান প্রজাতির ধান পেলাম। ওগুলো থেকে বাছাই করে কিছু ধান রাখলাম। এভাবে ৪ বছর পর্যন্ত আমি নিজে করেছিলাম। আমার তো জমি অনেক কম তাই আমি আর করতে পারিনি। এর জন্য অনেক জমি লাগে। বারসিক কে দিয়ে দিয়েছিলাম। বারসিক ওগুলো এখনও পিভিএস এ চাষ করে। আমাকে আবার দিতে চেয়েছে। আমি আবার ঐ ধানগুলো চাষ করবো। প্রথমদিকে গ্রামের মানুষজন বলতো, আমি পাগল হয়ে গেছি। পরে যখন তারা বুঝতে পেরেছে। তখন থেকে আর তারা কিছু বলে না।

মো: মনোয়ার হোসাইন, ব্রীডার কৃষক, ধোলাই, মানিকগঞ্জ

আমার বাড়ি সরপাই, ধলাই, মানিকগঞ্জ। আমি ২০১৩ সালে ১০ বছর আগে

ব্রীডিং এর কাজ শুরু করি। ফিলিপাইন থেকে আসা একজন বিজ্ঞানী বংকায়াবং এর কাছে সাতক্ষীরাতে ক্রস ব্রীডিং এর কাজ শিখি। এলাকার লম্বা জাতকে খাটো ও উচ্চফলনশীল জাতে রুপান্তর করতে এই ব্রীডিং কাজে আমি উৎসাহিত হই। বারসিকের অনুপ্রেরনায় এ পর্যন্ত এসেছি। আমি এ পর্যন্ত তিনটি জাত উদ্ভাবন করেছি। লোকজের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমার ভালো লাগছে। সরকার কৃষকদের ব্রীডিং কাজের মূল্যায়ণ করে না। এই ধরনের অনুষ্ঠান আরো বেশি বেশি হলে আমরা কৃষক সমাজ আমাদের কাজের সফলতাগুলো জানাতে পারবো। আপনাদের এই অনুষ্ঠানে আসতে পেরে খুবই ভালো লেগেছে। আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের কথা ও কাজগুলো সরকারি কর্মকর্তা ও বিজ্ঞানীদের জানাতে পারছি।

নয়ন মিঞা, ব্রীডার কৃষক, আড়পাড়া, নেত্রকোনা

আমাকে আমন্ত্রণ ও সম্মান জানানোর জন্য লোকজ-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি বারসিক ঢাকা অফিসের সহযোগিতায় ও অনুপ্রেরণায় ২০০৯-১০ সাল থেকে ব্রীডিং এর কাজ শুরু করি। প্রথম থেকেই কাজটি আমার খুব ভালো লেগেছে। ব্রীডিং-এর সাহায্যে এ পর্যন্ত ২৯টি নুতন জাত বা লাইন উদ্ভাবনে সফল হয়েছি। এর মধ্যে ২২ জাতে সুং বা হুল হয়ে যাওয়ায় তা বাদ দেয়া হয় এবং ৭টি জাত রাখা হয়েছে। এই ৭টি জাতের মধ্যে ২টি এফ-১১ পর্যায়ে, ২টি এফ-১০ পর্যায়ে, ২টি এফ-০৩ পর্যায়ে এবং ০১টি জাত এফ-০২ পর্যায়ে। গত বছর ফুলপুর উপজেলার ৩ জন কৃষককে ২টি করে জাত ট্রায়েল পরীক্ষার জন্য দেয়া হয়েছিলো। খুব ভালো ফল পাওয়া গেছে। ব্রীডিং-এর ধান হেলে পড়ে না এবং ফলনও ভালো, পোকায়ও ধরে না। এ বছর অগ্রহায়ন মাসের মাঠ দিবসে এই সকল ধানের মধ্যথেকে চারটি ধানের নাম দেয়া হবে। একটা কথা, ব্রীডিং-এর কাজে জোগালে বা সহযোগী নেই, তাতে করে কাজে ব্যাঘাত ঘটে।

মিনতী মিনজি, ব্রীডার কৃষক, পীরগঞ্জ, রংপুর

আমি একজন আদিবাসী নারী কৃষক। আমার নাম মিনতী মিনজি। বাড়ী রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার আমোদপুর গ্রামে। ২০১৬ সালে সাত বছর আগে আমি ধানের ক্রস ব্রীডিং করা শুরু করি। এ পর্যন্ত আমি দুটি জাত তৈরিতে সফলতা পেয়েছে। প্রথমটি এফ-০৭ পর্যায়ে আছে, যেটার বিআর ১১ বাবা এবং স্বর্ণা মা ধান। অন্যটি এফ-০২ পর্যায়ে আছে যেটার বাবা ব্রী ধান ৪৯ এবং মা ধান রঞ্জিতা। সমকাল সমাজ উন্নয়ন সংস্থার অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় আমি এ কাজ করেছি। নিজের পছন্দমত ধানের দুইটি ভাল জাতের ধান নির্বাচন এবং ক্রস করে একটি নতুন জাত উদ্ভাবন করতে পেরেছি। সেখানে নতুন জাতের ধান-এর ফলন বেশি হচ্ছে, ক্ষরা ও বন্যা সহনশীল হয়েছে, রোগ বালাই কম হয়, ভাত সুস্বাদু হয়েছে। ধান-এর জাত উদ্ভাবনের গল্প বিষয়ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য লোকজকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। এ রকম অনেক বড় অনুষ্ঠানে আসতে পেরে আমার অনেক ভাল লেগেছে। নিজের মতামতকে প্রকাশ করতে পারছি। সকলকে ধন্যবাদ।

নুর মোহাম্মদ, ব্রীডার কৃষক, তানোর, রাজশাহী

আমার বাড়ী রাজশাহীর তানোর উপজেলার গোল্লাপাড়া গ্রামে। জন্ম ১৯৭০ সালে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এসএসসি পর্যন্ত। সংকরায়নের মাধ্যমে নতুন নতুন জাতের ধান উদ্ভাবন নিয়ে ব্যস্ত থাকাই আমার কাজ। ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট রাজশাহী'র আয়োজনে প্রশিক্ষণ নিয়ে ধান সংকরায়নের প্রতি আমার আগ্রহ, ভালোবাসা, নেশা শুরু হয় ১৯৮৭ সালে। পরবর্তীতে প্রখ্যাত ধান বিজ্ঞানী ড. আব্দুল মজিদ, ড. হেলাল উদ্দিন আহমেদ, ড. শফিকুল ইসলাম, ড. আব্দুস সালাম, ড. আনছার আলী ও ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস- তাদের শিক্ষায়, সহযোগিতায়, আন্তরিকতায় আমি ধান সংকরায়নের প্রতি উৎসাহিত হই। এর কিছু দিন পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক বিভাগের প্রফেসর ড. নুরুল মতিন ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. মনজুর হোসেন এর কাছে হাতে কলমে সংকরায়নের কাজ শুরু করি। এ পর্যন্ত আমার গবেষণায় ধানের কৌলিক সারির সংখ্যা ২০০ অধিক। বর্তমানে ৫টি জাতের ধান বিভিন্ন এলাকার চাষিরা তাঁদের নিজস্ব মাঠে চাষাবাদ করে সফলতা পাচ্ছে। এসব জাতের মধ্যে রয়েছে, খরা সহিষ্ণু, সরু চাল, সুগন্ধিযুক্ত, উচ্চ ফলনশীল, ঝড় বাতাসে হেলে না পড়া প্রভৃতি জাতের ধান। এছাড়াও খরাপীড়িত বরেন্দ্র অঞ্চলে কীভাবে কম পানিতে, কম সময়ে ধান কেটে ঘরে তোলা যায় এসব নানা বিষয় মাথায় রেখে পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া ফসলী জমি, নিজ ক্রয়কৃত জমি এবং বাৎসরিক চুক্তিতে নেয়া ক্ষেতে গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। বর্তমানে নওগাঁ'র মান্দা উপজেলার কালিগ্রামে নতুন করে গবেষণার কাজ শুরু করেছি। এক্ষেত্রে কৃষি জাদুঘরের সহযোদ্ধা হযরত আলী, সুকল হেমরমসহ একদল চাষি গবেষণা কাজ করছেন। আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য লোকজ-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তবে আমাদের সামনে যে সকল সরকারি কর্মকর্তা, বিজ্ঞানী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ রয়েছেন; তাঁদের মাধ্যমে সরকারের কাছে নতুন ধান জাত উদ্ভাবনের আবেদন ফি কমানোর দাবী জানাচ্ছি। সকলকে ধন্যবাদ।

শেখ সিরাজুল ইসলাম, ব্রীডার কৃষক, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা

বাংলাদেশের উপকূলাঞ্চল সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার নকিপুর আমার বাড়ী। আমি একজন কৃষক। বারসিকের সহযোগিতায় আমরা মাদার ট্রায়াল প্লটে স্থানীয় জাতের ধান চাষ গবেষণা করি। ২০০৯ সালে আইলায় আমাদের ৯৬টি স্থানীয় জাতের মাদার ট্রায়াল প্লটের ধান ২১ দিন পানিতে তলিয়ে থাকে। পানি সরার পর আমি লক্ষ্য করলাম, কিছু জাত মারা গেলো এবং কিছ কিছু জাত মাথা উঁচ করে সবুজ হয়ে উঠলো। সবুজ হয়ে ওঠা জাতগুলো জলাবদ্ধ সহনশীল বলে আমি বিবেচনায় নিলাম। একইসাথে এগুলো অধিক লবণসহনশীল বলে প্রতীয়মান হয়। এই এলাকায় ধানসী নামে আর একটি জাত রয়েছে। যেটা আরো অধিক লবণ সহনশীল। এসময় বারসিকের অনুপ্রেরণায় ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে জলাবদ্ধ ও লবণ সহনশীল ০৩টি জাতকে মাদার ও ০৩টি জাতকে ফাদার করে ২০১৩ সালে আমি সংকরায়ণ করি। তিনটি জাত-এর এফ-০১ পেলেও মাদার তালমুগুর ও ফাদার হামাই ধানের মধ্যে ক্রসকৃত নতুন ধান জাতটি সফলতা পায়। ধানটি এ বছর এফ-০৯ পর্যায়ে এসেছে। আমাকে সম্মান দেওয়ায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ধন্যবাদ দিয়ে লোকজকে ছোট করতে চাই না। সকলের প্রতি আমার সালাম।

আরুনী সরকার, ব্রীডার কৃষক, বটিয়াঘাটা, খুলনা

আমার বাড়ি বটিয়াঘাটা উপজেলার গঙ্গারামপুর গ্রামে। আমি একজন প্রান্তিক কৃষক। ২০১০ সালে লোকজ-এর মাধ্যমে পিরোজপুর মঠবাড়িয়ার গুলিসাখালি রিসোর্স সেন্টারে বারসিক-এর আয়োজনে আমন ধানের ক্রস ব্রীডিং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করি। ফিলিপাইনের কৃষি বিজ্ঞানী ও গবেষক বং কায়াবান-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়নে আমন ধানের ক্রস ব্রীডিং শিখি। প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে এসে এই বছর অক্টোবর মাসে দেশীয় ১০টি জাতকে মাদার ও ১০টি জাতকে ফাদার করে ইমাসকুলেশন ও পলিনেশনের মাধ্যমে ব্রীডিং করি। বিকালে বাছাইকৃত জাতের ধানের আড়াআড়ি কেঁটে ইমাসকুলেশন করে ঢেকে দিতে হয়। পরদিন সকালে

পরাগরেণু ছাড়ার সময় পলিনেশন করতে হবে। এভাবে আমি ঐ বছর ৬টি জাত উদ্ভাবনে সফলতা পায়। জাতগুলো পর্যায়ক্রমে ২০১১ সালে এফ-০১, ২০১২ সালে এফ-০২; এভাবে গেল বছর ২০২২ সালে এফ-১২ পর্যায়ে পৌঁছেছে। ইত:মধ্যে নতুন জাতগুলো কৃষকরা চাষ করছে, এগুলো এলাকায় ছড়িয়ে যাচ্ছে। নতুন জাতগুলো তাদের মাদার ও ফাদার থেকে ফলন বেশি, গাথুনি ঘন, শীষ লম্বা ও দুর্যোগ সহিষ্ণু হয়েছে। মাদার-ফাদার থেকে তাদের জীবনকালও কমেছে।

তবে একটি কথা আমার বলা দরকার এ কাজ করতে এসে আমি নানা সময়ে নানা সমস্যার মুখে পড়েছি। শুধুমাত্র এলাকার সাধারণ মানুষ বা কৃষকরা নয়, খোদ বিজ্ঞানীরাও আমাকে নানাভাবে নিরুসাহিত করেছেন। আমি হাল ছাড়িনি। আজকের এই অনুষ্ঠান আমাকে আরো উৎসাহিত করেছে। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

প্রফেসর ড. মনিরুল ইসলাম রিপন,
এগ্রোটেকনোলজি ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

একটু চর্বিত চর্বন করব। এখানে ড. বাবুল, ড. তানভীর ওনারা দুজন ব্রীডার। আমার ইউনির্ভাসিটির দুজন ব্রীডার আাছেন। ব্রীডিং এ কাজ করছেন অনেকেই। আমরা যখন ব্রীডিং পড়াই, ব্রীডিং এর একেবারে প্রথম কথাটা হচ্ছে 'ডাইভারসিটি ইজ দি বিউটি'। দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'ক্রিয়েশন অব ভেরিয়েশ-ন'। আজকের এই আয়োজনে আমি প্রথমেই ধান জাত উদ্ভাবকদেরকে করোজোড়ে প্রণাম জানাই। যে এরা ব্রীডিংএ অবদান রেখে চলেছেন। এই যে ড. তানভীর, উনি জার্মপ্লাজমের কথা বলেছেন। বাংলাদেশ একসময় প্রায় ২০ হাজার প্রজাতির জার্মপ্লাজম ছিল। সেগুলো হারিয়ে গেছে। বর্তমানে ৮ হাজার প্রজাতির জার্মপ্লাজম আমাদের কালেকশনে আছে। আমাদের যেমন নতুন জাত তৈরি করতে হবে আবার ব্রীডিং এর বেস ম্যাটেরিয়াল এগুলো কিন্তু অমাাদের তৈরী করতে হবে। তা আমি বলব এগুলো একদিন জাত হোক বা না হোক এই যে ব্রীডিং এর বেস মেটেরিয়ালগুলো কিন্তু তৈরী করে ফেলেছে ওনারা। এবং সেখানেও অবদান রাখছেন। এটা আমাদের জন্য অনেক বড় পাওনা। আজকের এই যে আয়োজন। এই আয়োজন থেকে আমরা কি পেলাম ? আমরা অনেক দিন থেকে আমাদের এই যে অরনী সরকারের কথা জানি। এখানে প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষ উদ্ভাবন নিয়ে যে চিন্তা করছে, এটা অনেক বড় পাওনা। এটা অনেক বড় পাওনা। আমাদের দেশ যে এগিয়ে যাবে, এটা হচ্ছে তার ইন্ডিকেশন। লোকজ আজকে যে কাজটি করল যে এই প্রান্তিক পর্যায়ের উদ্ভাবকদের এই যে আমাদের এ্যাডভ্যান্সড যে সাইন্টিস্টদের মুখোমুখি করিয়ে দিল। বহুদিন থেকে ভাবছিলাম যে এরকম একটা আয়োজন প্রয়োজন। তাদের কাছ থেকে যেমন জানলাম তারা কী কী কাজ করছে। আর কী কী কাজ করলে তারা পূর্ণভাবে স্বীকৃতি পাবে। সেই কথাগুলো কিন্তু সাইন্টিস্টরা বলে দিয়েছেন। আমি বার বার বলি, গবেষণা একটি গ্রুপ ওয়ার্ক। আমি একা একা কী করলাম, এটা নিয়ে কিন্তু আমরা খুব বেশি কিছু আশা করতে পারি না। আমাদের একটা গ্রুপ ওয়ার্ক করতে হবে। প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের একটা সমন্বয় হতে হবে। তাহলে কিন্তু আমরা অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব। আমাদের বিরি এবং বীনা রাইচ নিয়ে অভাবনীয় কাজ করেছে। তারা বিশ্বের বুকে একটা শ্রদ্ধাজনক পর্যায়ে আমাদেরকে নিয়ে গেছে। স্বাধীনতার পর আমাদের ব্রী-বীনা মিলে প্রায় দেড়শ'র মত রাইচের ভ্যারাইটি উদ্ভাবন করেছেন। আজকে রাইচে আমরা একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে গেছি। এর মানে এই নয় যে, আমাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। ড. তানভীর ইল্ড বাড়ানো বা হেক্টর প্রতি ফলন বাড়ানোর কথা বলেছেন। ফলন বাড়ানোর সাথে সাথে আমাদেরকে আরেকটি জিনিস চিন্তা করতে হবে; সেটা হলো গুনাগুণ। একটি মাত্র কোয়ালিটি যদি আমরা ইমপ্রুভ করতে পারি; এটা কিন্তু আমাদের জন্য বেশি পাওয়া। আয়রন এনরিসড্, জিঙ্ক এনরিসড, ভিটামিন এনরিসড। এ রকম অনেক কিছু নিয়ে কিন্তু আমরা উদ্ভাবন করতে পারি। আরেকটি জিনিস আজকের এই আলোচনায় বেরিয়ে আসছে; এই যে উদ্ভাবকবৃন্দ, এরা কী করছেন? এরা আমাদের লোকাল ধানগুলো নিয়ে কাজ করছেন। এই লোকাল ধান, এটা হলো বুনো ধান। একটা সময় সব ধানই ছিল বুনো ধান। সেই বুনো ধান থেকে প্রান্তিক কৃষকগণ এই জাতগুলো উদ্ভাবন করেছেন। এই যে দেশি জাত, এটা কিন্তু একটা জাত। একটা পর্যায় পর্যন্ত এটা একটা এ্যাডভ্যান্সড লাইন ছিল। এটা কিন্তু বিরাট অবদান। আজকে বিরি-বীনা যত ভ্যারাইটি ডেভেলপ করেছেন আমরা কিন্তু আমরা আমাদের লোকাল ধানগুলোকে বিভিন্ন প্রান্তিক থেকে বিসর্জন দিতে পারিনি। সেগুলোর প্রয়োজনীয়তা কিন্তু ফুরিয়ে যায়নি। মানুষের মাঝে তার জনপ্রিয়তা কিন্তু আজকে সমানভাবে বিদ্যমান। নজরুল সাহেব যেমন বললেন, আমি রানীসালট ছাড়া খেতে পারি না। আমিও কিন্তু তাই। আমি ধান নিয়ে কিঞ্চিৎ কাজ করে থাকি। আমার গবেষণার একটা মুল কাজ কিন্তু এই রানীসালট ধান। এই রানীসালট আমন মৌসুম ছাড়া হয় না। আমি আশা করছি অদূর ভবিষ্যতে বোরো মৌসুমেও রানীসালট করা সম্ভব হবে। আগামী এক দুই বছরে আমি বোরো সিজনে রানীসালট ধান উদ্ভাবন করতে পারবো। সেই রকম একটা সিলেকশনে কিন্তু চলে আসছে। আপনারা দেখুন পোলাও চালের ভেতর কত দামী দামী চাল আছে। বাঁশমতি, এই চাল ঐ চাল, কিন্তু আমাদের কালি জিরা ধানের সাথে যদি তুলনা করি, তুলসিমালা ধানের সাথে যদি তুলনা করি; তা হলে ঐসব ধান কিছুই না। সেইজন্যে লোকাল ধানের প্রয়োজনীয়তা ছিল, আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। আমরা যারা এ্যাডভ্যাসড ব্রীডার আমরা কিন্তু এই ম্যাটেরিয়ালগুলি নিয়ে কাজ করছি। জনসংখ্যা বাড়ছে। বিরি-বীনা সব সময় চিন্তা করছে ধানের ইল্ড কিভাবে বাড়ানো যায়। ধানের এই যে গুণাগুন। ধানের গুণাগুন বা কোয়ালিটি নিয়ে যদি আমরা কাজ করি তাহলে আমরা কিন্তু অনেক দূর এগোতে পারব। খুলনা অঞ্চলে যারা কাজ করছেন। প্রত্যেক অঞ্চলে কিন্তু এখন বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাথে একটা সমন্বয় হতে হবে। অরুনী সরকারের মাঠে গিয়ে আমি বলেছি, আমাদের সাথে একটা সমন্বয় হোক। তা হলে আমরা একটা সিস্টেমের ভেতর আনতে পারব। আমরাও মনে করি না যে, বিরি বা বীনার সাহায্য ছাড়া খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় একককভাবে এগিয়ে যেতে পারবে। সবাই সমন্বয় করে যদি আমরা এগোতে পারি তা হলে আমাদের জন্য মঙ্গল। আমাদের দেশের জন্য মঙ্গল। আমি লোকজ'কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এমন চমৎকার একটি অনুষ্ঠান উপহার দেওয়ার জন্য। আজকের যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন; বিশেষ করে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রান্তিক পর্যায়ের যে উদ্ভাবকরা এসেছেন, রাইস ব্রীডাররা এসেছেন; তাদেরকে খুলনা ইউনিভারসিটির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানাই। প্রণাম জানাই। আপনারা ভাল থাকবেন। আপনারা দমে যাবেন না। আপনারা এগিয়ে যান।

ড. তাহমিদ হোসেন আনসারী,
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাতক্ষীরা

আমাদের কৃষক অনেক আগে থেকেই আবিষ্কার করে আসছেন। আমাদের কৃষি ডেভলপমেন্টের মৌলিক উদ্ভাবনগুলো কৃষকদেরই। আজকে যেহেতু ধান উদ্ভাবনের একটা গল্প সে জায়গায় আপনারা অনেক কাজ করেছেন। এখানে নুর মোহাম্মদ আছেন। তিনি একটু আগে বলেই দিয়েছেন। আসলে উনি শুরু করেছেন একজন বিখ্যাত ব্রীডারের মাধ্যমে। আমি ওনার ফিল্ড ভিজিট করেছি। সত্যি খুব সুন্দর ধান। আমার তখনই মনে হয়েছিল এটা যদি প্রসেসে যায় তবে এটা ভ্যারাইটি হয়ে যাবে। আমার অভিজ্ঞতায় তাই মনে হয়েছে। তবে সমস্যাটা কি জানেন? সমস্যাটা হলো স্বীকৃতি। স্বীকৃতি তো সবাই চায়। কেন চাবে না, আমরাও চাই। অবশ্যই ওনারা চাবেন। তবে ওনাদের আস্তা বা প্রটেকশনের অভাব লক্ষ্য করেছি। সে সময় ওনাকে বলেছিলাম যে আপনি একটা আবেদন করে এই ধানগুলোকে ধান গবেষণায় দিয়ে দেন। কারণ তখন ধান গবেষণা ছাড়া কেউ ভ্যারাইটি রিলিজ করতে পারতো না। আবেদনই করতে পারতো না। আমার কেন জানি মনে হয়েছে সে আস্থা পায়নি। আল্টিমেট আজকে প্রায় দশ-বারো বছর চলে গেছে। সে কিন্তু এখনও সেই লাইন নিয়ে বসে আছে।

ইতোমধ্যে আরো কিছু কৃষক এগিয়ে আসছে। যারা এফ-১০ জেনারেশান চলে আসছে। কিন্তু তাদেরও পরিণতি একই দিকে যাচ্ছে। একটা সুবিধা তাদের জন্য আছে, এখন যে কোনো ব্যক্তি এ্যাপ্লাই করে তার ধান রিলিজ করার জন্য সামনে আগাতে পারে। দ্বিতীয়ত হলো উপস্থাপনার পর্যায়ে ফরমাল-ইনফরমাল দ্বন্দ্ব নাই আসলে। এটা কোনো না কোনো পক্ষ থেকে বলা হয়। সীমাবদ্ধতা সব পর্যায়ে রয়েছে। সেটা আমাদের বুঝতে হবে। আমি যদি আগের উদাহরণটা বলি, যে ওনারা উদ্ভাবন করেছেন, ওনারা অনুমোদনের জন্য ধান দিতে চাচ্ছেন না বা আবেদন করতে চাচ্ছেন না। মূলত: ওনারা আস্থা পাচ্ছেন না। সেটা একটা সীমাবদ্ধতা। আবার আমরা যদি যদি ইনিষ্টিটিউশনাল বিষয়ে কথা বলি। আপনারা জানেন হাজার হাজার পেষ্টিসাইট বাইরে থেকে আসছে। এই সকল পেষ্টিসাইট ধান চাষে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বিরি'র কাছে দেওয়া হচ্ছে। আমরা 'বিরি' সব পরীক্ষা করব। তারপর বলব এটা ইফেক্টিভ। তারপর ওখান থেকে রিলিজ হয়ে মাঠ পর্যায় যাবে।

এখন আজকেও যে প্রস্তাবটা আসছে, বিজ্ঞানীদের কাছে কিছু দাবীও ইতোমধ্যে আশা করা হয়েছে। এটা ঠিক আছে। কিন্তু কৃষকদের এই যে উদ্যোগ, একে প্রাতিষ্ঠানিক করতে হবে। কিভাবে হতে পারে? ভালো কথা, বারসিক বা লোকজ এগিয়ে আসছে। আমি তাদেরকে বলবো, আপনারা কর্মাশিয়াল প্রতিষ্ঠানের কাছে যান। যে কর্মাশিয়াল প্রতিষ্ঠানগুলো কৃষকদেরকে সার্ভিস দেবে। আমরা অবশ্য কো-অপরেশন করবো। কৃষক একজন বিজ্ঞানীর কাছে যেতে পারেন। টেকনিক্যাল বিষয়গুলো জানতে পারেন। একজন শিক্ষকের কাছে যেতে পারেন। পজিটিভ যে বিষয়গুলো আছে; কোন প্রতিকুলতায় ধানের কী ধরণের ক্যারেক্টার, কীভাবে কাজ করে; যে বিষয়ে শলাপরামর্শ করতে পারেন। সেগুলো সবই হতে পারে। কিন্তু যখনই আপনি পদ্ধতিগত দিকে যাবেন এবং উদ্যোক্তা হবেন, তখনই আপনাকে এমনই একটা সিস্টেম বের করতে হবে যাতে করে নিজেদের পয়সা খরচ করে গবেষণা করা এই সব কৃষকরা একটা পথ খুঁজে পায়। যেমন আমি যদি বলি যে, এখানে মিজরিও-জার্মানী একটা প্রতিষ্ঠান। তারা সহযোগিতা করেছে। মোষ্ট ওয়েলকাম। তাহলে আমরা কেন এই ধরণের সংস্থার সহযোগিতা নিয়ে সেই ধরনের পদ্ধতিগত ইনিস্টিটিউশনাল বা ব্যক্তিগত দিকের একটি বেসরকারি পর্যায় দাড় করাতে পারছি না।

একটু আগে দাবী উঠছে যে, এত টাকা লাগে আবেদন করতে, এত টাকা লাগে অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করতে। গভমেন্ট যদি এটাকে কম করে দেয়, তাহলে এমন হাজার হাজার কৃষক প্রতিদিন একটা করে লাইন জমা দেবে। তাইনা? আমরা এর আগে হরি ধানের কথা শুনেছি। আমরা ফাতেমা ধানের কথা শুনেছি। কিছু দিন আগেও আমাদের একজন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা আমার কাছে বার বার টেলিফোন করে তার একটি ধান ফিক্সড্‌ হয়ে গেছে বলে জানিয়েছিলো। আমি যেতে চাইছিলাম। হ্যাঁ, তারটা সঠিক হতে পারে, অসম্ভব কিছু নয়। তো খেয়াল করে দেখেন, আমাদের অভিজ্ঞতাটা কি? হরি ধান কাজে আসেনি। হরি ধানের পিছনে সাপোর্ট ছিলো কার? চ্যানেল আই-এর শাইক সিরাজ সাহেবের। তিনি অত্যন্ত একজন শক্তিশালী এবং গুণী মানুষ। উনি কিন্তু সর্বত সহায়তা দিয়েছেন। আমাদের বিরি'র জন্য সমস্যা হলো আমরা যখন আমাদের পদ্ধতিগত দিক দিয়ে ধানের এক্সপেরিমেন্টাল করি, তখন আমরা আমাদের ভাষায় কথা বলি। তখন কারোরই পছন্দ হয় না। কেমন? যেমন হরি ধান হয়নি। ফাতেমা ধানও প্রশ্নবিদ্ধ। শুধু এইটা না, বিএডিসি থেকে একটা পানীয় আসছিল স্প্রে করার জন্য, 'ম্যাজিক গ্রো'। এটি বিএডিসি'র উদ্ধতন কর্মকর্তার তৈরি। খেয়াল করে দেখেন। উনি তো প্রাতিষ্ঠানিক। তৎকালীণ বিএটিসি চেয়ারম্যান মহোদয়েরও সাপোর্ট দিয়েছেন। যিনি কীনা একজন এডিশনাল সেক্রেটারি। এটা পরীক্ষার জন্য ধান গবেষণায় গেল, এবার ধান গবেষণা যখন পরীক্ষা করে তার নেগেটিভ সাইড বলল, তখন কিন্তু সেটা আর হলো না।

আমরা নিজেরা যখন ভ্যারইটি করতে যাই আমাদের জন্য যতটা চ্যালেঞ্জ, আউট অব রাইচ রিসার্চ ইনিস্টিটিউট; এখন আর এই চ্যালেঞ্জ নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক যদি একটা লাইন ডেভেলপ করে বলে এটা এত ফলন দেয়, এটা এত খুব সুন্দর। উনি কিন্তু তৎক্ষণাত বীজ প্রত্যায়ণ এজেন্সির কাছে চলে যেতে পারছেন। আমি ধান গবেষণা ইনিস্টিটিউট কিন্তু যেতে পারছি না। আমাকে ওই দুটো বছর দশ দশ বিশটা লোকেশনে প্রমাণ করতে হচ্ছে যে আমি যা বলছি, আমার যা টার্গেট ব্রীডিং এর, সেই ব্রীডিংটা কারেক্টলি হয়েছে। তারপর আমি সামনে আগাতে পারছি। যার জন্য আমি বারসিক বা লোকজ কে বলব, আপনাদের উদ্যোগ ভালো। তবে আপনারা কৃষকদেরকে এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করেন যেন আগামী দিনের খাদ্য নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এই উদ্যোগটা কাজে লাগে। অথবা এমন একটি টার্গেট, হতে পারে ফুড কোয়ালিটি; যেখান থেকে আগামীতে আমার দেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ নিয়ে আসতে পারবে।

আরেকটি বিষয় আমার বলা উচিত। আমাদের চিন্তা, কাজ কিম্বা প্রতিষ্ঠানিকভাবে আমরা খুব সচেতন না। আমাদের বহু জামপ্লাজম নামক সম্পদটাকে আমরা হারিয়ে ফেলছি। আমাদের কাছে এখনও ৮ হাজারের মত জার্মপ্লাজম আছে। কিছুদিন আগের কথা, ফার্মগেটে ধান গবেষণাগারে আমরা দুটো ধান খুঁজছিলাম। ফাষ্ট ব্রীডিং করার জন্য দুটো লাইন। এর একটি পাওয়া যায়, কিন্তু আর একটি খুঁজে পাইনি। মজার ব্যাপার দেখেন আমাদের এক কলিক ইউনান ইউনিভারসিটি আমেরিকা। সেখানেও সে ধানটা রয়ে গেছে। কোথায় চলে গেছে আমাদের জার্মটা। তারা রক্ষা করছে। আমরা পারছি না।

ব্রীডিং এর আলোকে ছোট্ট একটা পরামর্শ হলো লোকাল জার্মপ্লাজম নিয়ে আপনারা কাজ করবেন তখন এর ফলনের পাশাপাশি চিন্তা করবেন এর কোয়ালিটি নিয়ে। এই লোকাল জাতগুলো এখনও মানুষ চাষ করে কেন? শুধু খাবার কোয়ালিটির জন্য। আর এখান থেকে মানুষ তেমন কিছু আশা করে না। সেই জাগায় আপনারা যদি কোয়ালিটিটা ধরে রেখে যদি ফলন বাড়াতে পারেন তাহলে হবে। আর ভ্যারাইটি রিলিজের ক্ষেত্রে আপনাদেরকে দুটো শর্তের কথা মনে রাখতে হবে। তার একটা হলো নতুন লাইনে কমপক্ষে ১০% ফলন বাড়তে হবে । অথবা নতুন ধান বা লাইনে এমন একটা ক্যারেক্টার থাকতে হবে যা আগে ছিল না।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, আমাদের ব্লাক রেজিস্ট্যান্স এর কোনো ভ্যারাইটি নাই। এখন যদি কেউ একজন ব্লাক রেজিস্ট্যান্ট জিন ইন্টিডিউস করে অথবা কোনো না কোনোভাবে যদি এটি এনশিওর করতে পারে যে ভ্যারাইটি ব্লাক রেজিস্ট্যান্ট। তা হলে কিন্তু এটাকে ভ্যারাইটি হিসাবে পাওয়া যাবে। এই বেসিক বিষয়গুলো যদি ধারণার ভিতর না থাকে তা হলে আপনাদের পরিশ্রম করে শেষ পর্যন্ত হয়ত আপনাদের অসুবিধা হবে। এছাড়া ধানের পাশাপাশি অন্যান্য ক্রপ ভ্যারাইটির দিকে নজর দিতে হবে। হতে পারে একটা, একটা পেয়ে গেলেই তো হয়। ওখান থেকে যদি কিছু না কিছু ডেভিয়েশন ক্যারেকটার যদি আমরা পেয়ে যায়, সেকনিকেটিক ক্যারেকটার যদি পেয়ে যায়, আর সেটা যদি ফিক্সড হয়, আর তার যদি কোনো এ্যাডভ্যান্টেজ থাকে, তবে সেটা আপনাদের জন্য মহামূল্যবান হবে। আমরা যারা মাঠ পর্যায়ে কৃষি বিভাগে কাজ করি, গবেষণার কাজ করি, সম্প্রসারণের কাজ করি, আমাদের অবশ্যই কৃষকের প্রতি দুর্বলতা আছে। আমি লোকজের উদ্যোগটাকে পছন্দ করি। উদ্যোগটাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে তাদেরই। এবং কৃষকদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে। সকলকে ধন্যবাদ।

মোহন কুমার ঘোষ,

অতিরিক্ত পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি অধিদপ্তর, খুলনা অঞ্চল, খুলনা

জাত উদ্ভাবনের প্রক্রিয়াটা কিন্তু অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে। কৃষক পর্যায়ে নানা ক্ষেত্রে কৃষক নিজেই একজন ইনোভেটর। শুধু জাত উদ্ভাবন নয়, টেকনোলজি উদ্ভাবন, ইভেন আমাদের যে পোকা মাকড় রোগ বালাই দমন; এসব ক্ষেত্রেও কিন্তু কৃষক নিজেই একজন ইনোভেটর। নানা ক্ষেত্রে আমাদের অনেক মেধাবী ফার্মার রয়েছে। অনেক পরিশ্রমী ফার্মার রয়েছে। যারা একাধিকবার নানাভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নতুন কিছু উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন। আজকের এই যে গল্প শোনা, এটি কিন্তু এক ধরনের রিকগনিশন আমি বলব। সাথে সাথে এটি শুধু যেন রিকগনিশন হয়েই যেন না থাকে। সত্যি সত্যি এর যদি ইমপ্যাক্ট রয়ে যেয়ে থাকে আমাদের কৃষিতে তাহলে এটা যেন সত্যিকার অর্থে মূল্যায়িত হয় এবং যথাযথভাবে আমাদের ব্রী এবং বীনা যারা আমাদের রাইচ রিসার্স নিয়ে যে সব বিজ্ঞানী ও প্রতিষ্ঠান আমাদের কাজ করে ওনারা এটা গ্রহণ করেন, আমি আশা করবো এখান থেকে আরো ভালো কিছু করা যায় কিনা সেই

প্রক্রিয়া ওনারা নিশ্চই অব্যহত রাখবেন। আমি মনে করি কৃষিক্ষেত্রে প্রত্যেক কৃষকই এক একজন শিক্ষক। তিনি প্রতিনিয়ত কোনো না কোনো অবিষ্কার করে থাকেন। আজকে এই গল্পগুলো শুনতে পারলে আমি নিজেই সমৃদ্ধ হতাম। অন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি থাকায় আমি দেরিতে এসেছি। আমার দুর্ভাগ্য; আমার সে সুযোগ ঘটেনি। কিন্তু আমি চাই লোকজ-এর মাধ্যমে পরবর্তীতে এর একটা রাইটআপ দয়া করে যদি আপনারা আমাকে দেন আমি গল্পগুলো জানতে পারব এবং আমাদের কৃষির জন্যে সে সুযোগগুলি আমি কাজে লাগাতে পারব। বাংলাদেশ আজকে যে খাদ্যে এত বিপুল সম্ভার, আমাদের খাদ্য উৎপাদন তার একটি মূল কারণ আমাদের ধান গবেষণা, আমাদের পরমাণু কৃষি গবেষণা। যারা আমাদের ধানের বিভিন্ন জাত দিয়েছেন। আমাদের কৃষি গবেষণা অন্যান্য ফসলের জাত দিয়েছেন। আমাদের ইক্ষু গবেষণা হোক; আমাদের পাট গবেষণা হোক; সকল বিজ্ঞানীরা বাংলাদেশে উচ্চফলনশীল জাত দিয়েছেন। রোগ প্রতিরোধী জাত দিয়েছেন। বালাই প্রতিরোধী জাত দিয়েছেন।

আমদের এনভায়রনমেন্ট, আমাদের লবণাক্ততা, আমাদের জলোচ্ছ্বাস, আমাদের উঁচু-নীচু জমি, আমাদের জোয়ার-ভাটা, আমাদের বসবাসকৃত রিজিয়ন বিবেচনায় কোন জাতের ধান চাষ করতে হবে; এটা বিজ্ঞানীরা ভালোভাবে জানেন, বিষয়টি জানেন আমাদের কৃষকরাও। কোন জাতটি কোথায় ফিট করা যায়, রিলিজ হওয়ার আগেই তার পরীক্ষা নিরীক্ষা হওয়া দরকার। তাতে ভালো কিছু ঘটতেও পারে।

আমাদের কৃষিতে ন্যাচারাল মিউটেশন সবসময় ঘটতেই থাকে। মাঠ পর্যায়ে ন্যাচারাল মিউটেশনে যখন কোনো নতুন কিছু তৈরি হয়, কৃষক কিন্তু নিজেই সেটা আবিষ্কার করতে পারেন। কারণ কৃষক সব সময় মাঠ পর্যায়ে গবেষণা করেন। ইভেন বিজ্ঞানীরাও আজকাল ওরকম মাঠে লেগে থাকে না। তাঁরা অন্যভাবে লেগে থাকে। তাঁরা তাদের পলিসি ও টেকনোলজি অনুযায়ী লেগে থাকে। কিন্তু ন্যাচারাল টেকনোলজিতে যদি এটা ঘটে সে বিষয়টি কিন্তু অগ্রগতি ঘটাতে পারে আমাদের কৃষকরা। 'খুজে বের করা' এটিও এক ধরনের আবিষ্কার। আমাদের ইনোভেটিভ কৃষকদের মাধ্যমে যদি আমরা নতুন নতুন জাত পাই, যেগুলো আরো বেশি উচ্চফলনশীল হবে। যেগুলো আরও বেশি পরিবেশ বান্ধব হবে। হবে আরো বেশি রোগ প্রতিরোধী। নিশ্চই সেগুলো গ্রহণের জন্য সরকার পর্যায়েও আমরা কথা বলতে পারব। বীনা ও বিরিও কথা বলতে পারবে। যাইহোক আজকে আমার মনে হচ্ছে, আজ একটি সাফল্যমণ্ডিত সেমিনার হচ্ছে। প্রথম থেকে থাকতে পারলে সত্যি সত্যি গর্ববোধ করতাম। আমি সমৃদ্ধ হতাম। এই অনুষ্ঠান আরো স্বার্থক হোক। আরো সাফল্যমণ্ডিত হোক এই আশাবাদ রেখে আমি এখনকার মত বিদায় চাইছি। সকলকে ধন্যবাদ।

প্রফেসর ড. সাঈদা রেহানা,
বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

লোকজ আয়োজিত আজকের এই সেমিনারে কৃষক উদ্ভাবিত ধান জাত বিষয়ক নানা কথা জানতে পেরে আমি বিমহিত ও আনন্দিত। আমি এতদিন জানতাম যে সিলেকশনের মাধ্যমে আমাদের কৃষকগণ ভ্যারাইটি ডেভোলেপমেন্ট করে থাকেন। অনুষ্ঠানে বসেই গোগল সার্চ দিয়ে দেখলাম, আমাদের দেশের কৃষকগণ ব্রীডিং এর মাধ্যমে তারা তাদের ভ্যারাইটি ডেভেলপমেন্ট করছেন। লোকজসহ অন্যান্য কিছু প্রতিষ্ঠান এ সব কৃষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিখিয়েছে কিভাবে পলিনেশন ফারটিলাইজেশন করতে হয়। যে কারনে তারা ভ্যারাইটি ডেভেলপমেন্ট করতে পেরেছেন। আমি নিজে একজন ধান গবেষক। রাইচ এর সাথে আমার সম্পৃক্ততা বহুদিন আগে থেকে। ফিলিপাইনে ইরিতে গোল্ডেন রাইচের উপর আমি পিএইচডি থিসিস করেছি। ট্রাসফরমেশন পদ্ধতিতে ধানের জাত উদ্ভাবন করেছি। টেষ্টটিউবে যখন প্রথম রাইচ প্লান্ট অসে তখন সুপার-ভাইজার আমাকে অনেক উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন এ ধানের চারাটি আপনার নিজের সন্তানসম। নিজের সন্তানকে যেভাবে মানুষ সেবা যত্ন দিয়ে বড় করে তোলে ঠিক তেমনিভাবে এটিকেও বড় করে তুলতে হবে। আজকে সেই কথাটি মনে পড়ছে। উদ্ভাবক কৃষকবৃন্দ যেভাবে তাদের উদ্ভাবিত ধানজাতগুলিকে এপর্যায়ে নিয়ে এসছেন, তার জন্য তাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাই।

প্রফেসর ড. মোঃ রায়হান আলী,
বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথমেই কৃষক ভাইদের ধন্যবাদ জানাই। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে গাছ তোর নাম কী? ফলে পরিচয়। এই যে কৃষক ভাইদের উদ্ভাবন, সবশেষে সবাই দেখবে এটা ভ্যারাইটি হিসাবে রিলিজ পাই কি না। এথানে বিনা, বিরিসহ অন্যান্য প্রতিনিধিরা বলে গেছেন যে, প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাগবে। যে বিষয়ে আমি গুরুত্ব দেবো এই সব প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করে কিভাবে অনুমোদন পাওয়া যায় সেটা দেখা। সেই সাথে লোকজকে ধন্যবাদ জানাই সুন্দর একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য। মাল্টিলেভেল ট্রায়ালসহ বিভিন্ন বিষয় রয়েছে, ধান অনুমোদনের এই ধাপগুলোতে লোকজ সহযোগিতা করতে পারে। কৃষক উদ্ভাবিত ধান জাতগুলিকে জাত হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য বারি, বিনা ও বীজ প্রত্যায়ণ এজেন্সি সহযোগিতা করতে পারে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি কোনো সহায়তা দরকার হয় তবে সেটাও আমরা করতে পারব। আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে উদ্ভাবক কৃষকদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার কথা শেষ করছি।

প্রফেসর ড. মোঃ রেজাউল ইসলাম,
এগ্রোটেকনোলজি ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আকজের এই ধান-এর জাত উদ্ভাবনের গল্প অনুষ্ঠানে যে সকল উদ্ভাবক কৃষক উপস্থিত হয়েছেন তাদের সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা কিছু ধানের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন, এ জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। অনেক স্থানীয় ও প্রাকৃতিক ক্রসকৃত বা কৃষক কর্তৃক ক্রসকৃত যে সমস্ত লাইন কৃষক বা এনজিওদের কাছে আছে সেগুলো দেশের বড় একটি সম্পদ। সেগুলো বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যৌথ চুক্তিনামার মাধ্যমে নতুন জাত হিসাবে ছাড় করতে পারলে দেশের অনেক উন্নতি হবে। আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো জন্য আমি লোকজ-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। একই সাথে উপস্থিত কৃষকসহ সকল বিজ্ঞজনের প্রতি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ড. হারুন অর রশিদ, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, দৌলতপুর, খুলনা

বাংলাদেশের ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের একজন গবেষক ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস বাংলাদেশের কিছু উদ্ভাবক কৃষকদের বিষয়ে সুন্দর একটা প্রবন্ধ লিখেছিলনে। প্রবন্ধটি পড়ে আমার খুব ভালো লেগেছিল। প্রবন্ধটিতে উল্লেখিত কৃষকদের আজকের অনুষ্ঠানে স্ব-শরীরে উপস্থিত থাকতে দেখে আমি খুবই আনন্দ অনুভব করছি। ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস সেখানে লিখেছিলেন যে, কোনো কৃষক উদ্ভাবিত তার কৌলিক সারিগুলিকে যদি কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠানের হাতে হস্তান্তর করতে পারে তবে সেটা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অগ্রসর হয়ে একটি পর্যায়ে জাত হিসাবে স্বীকৃতি পেতে পারে। আমিও ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাসের সাথে একমত। কৃষকদের উদ্ভাবিত কৌলিক সারিগুলিকে কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠানের হাতে হস্তান্তর করার পরামর্শ প্রদান করছি। আর এটা যদি কৃষকগণ করতে পারেন তবেই একমাত্র তাদের উদ্ভাবিত ধানগুলি প্রকৃত অর্থে জাত হিসাবে স্বীকৃতি পাবে।

ড. বাবুল আক্তার,
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাতক্ষীরা

কৃষকগণ হলেন কৃষির প্রাণশক্তি। তারা যদি আমাদের প্রযুক্তি গ্রহণ না করতো তবে কৃষির এত উন্নয়ন সম্ভব হতো না। আজকে কৃষির যে এত উন্নয়ন; এর পিছনে চারটি সেক্টরের অবদান রয়েছে। প্রথম যাদের অবদান; তারা হলেন আমাদের দেশের কৃষক। দ্বিতীয়ত আমাদের গবেষকবৃন্দ, তৃতীয়ত আমাদের কৃষি মন্ত্রণালয় এবং চতুর্থত আমাদের দেশের বর্তমান সরকার। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের দেশ কৃষিক্ষেত্রে আজ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। বাংলাদেশের খুলনা জেলার দাকোপ ও বটিয়াঘাটা উপজেলা অঞ্চলে কৃষকগণ ব্যাপকভাবে আমন ধান চাষ করে থাকেন। বিশেষ করে রাণীসালট, কুমড়াগোড় ইত্যাদি; এসব ধানের জুড়ি মেলা ভার। অত্যন্ত জনপ্রিয় এসব ধান। কোনটির আবার চাউল সুগন্ধি। এব ধানের চাউলের ভাত খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু। কৃষক উদ্ভাবিত ধানের জাতগুলিকে সম্প্রসারণে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি হলে সহজে সম্প্রসারণ করা যাবে। বিরি ও বীনার উদ্ভাবিত জাতগুলি যেভাবে সম্প্রসারণ করা হয়ে থাকে। কৃষক উদ্ভাবিত ধান জাতগুলিকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আবেদন করা প্রয়োজন। জাতগুলি সম্প্রসারিত হলে এটা কখনও আর হারিয়ে যাবে না।

মো: নজরুল ইসলাম, জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, খুলনা

আজকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকল ধান জাত উদ্ভাবক কৃষকদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা সকলে জানেন, জাত ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড এর নিকট আবেদন করতে হবে। আবেদনের পর, নানা ধরণের ট্রায়াল পরীক্ষা-নিরিক্ষার পর, ধানের একটি লাইন জাত হিসাবে স্বীকৃতি পায়। এরপর এই জাত হিসাবে অধিকার সংরক্ষণ এবং বীজ হিসাবে বিক্রির বিষয়টি সামনে আসে। যে কারণে, আমি প্রথমেই মান সম্মত বীজ উৎপাদন করতে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী খুলনার পক্ষ থেকে সব সময় লোকজ'কে সহযোগিতা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। বাংলাদেশে বীজ উৎপাদন করতে হলে বীজ আইন ২০১৮ এবং বীজ বিধিমালা ২০২০ অনুযায়ী জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তার নিকট আবেদন করতে হবে। বীজ বিপননের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইং থেকে রেজিট্রেশন বা লাইসেন্স নিতে হবে। রেজিস্ট্রেশন বা লাইসেন্স বিহীন ব্যবসা করা অপরাধ। কেনো ব্যক্তি এই অপরাধ করলে বীজ আইন ২০১৮ অনযায়ী অনূর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকা অথবা অনধিক ৯০ দিনের কারাদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি।

মিজান মাহবুব, অতিরিক্ত উপপরিচালক (পিপি), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনা

আজকের এই মহতি অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ ও কথা বলার সুযোগ দান করার জন্য আমি লোকজ-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি সেইসব কৃষককে যারা কিনা নতুন নতুন ধান জাত উদ্ভাবন করেছেন বা উদ্ভাবনের নানা ধনের গবেষণা প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছেন। আমি মনেকরি কৃষকরা অনেক ভালো কাজ করছেন। কৃষকদের এই ধান উদ্ভাবনের প্রচেষ্টাগুলো ব্রি, বিনা ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ নানা ধরণের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ বা সমন্বয় করে করা দরকার। কৃষকের উদ্ভাবিত এই ধানগুলো প্রতিকুল পরিবেশ টিকে থাকতে পারে কিনা কিম্বা ভিন্ন ভিন্ন এলাকা উপযোগী কিনা অথবা এই ধানগুলো পোঁকা-মাকড়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয় কিনা; তারও পরীক্ষা নিরিক্ষার দরকার আছে। আমি আশা করি কৃষক ও কৃষি ডিপার্টমেন্টের যৌথ প্রচেষ্টায় আমরা আমদের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে পারবো। সকলকে ধন্যবাদ।

এস এম আতিয়ার রহমান, জনসংযোগ কর্মকর্তা, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে এসে আমি একটু সুযোগ নিলাম। আমি চাকুরিজীবি হয়েও আমি একজন ধান চাষি। স্থানীয় ধানের জাত আমি চাষ করি। আমি মনে করি উচ্চ ফলনশীল জাতের পাশাপাশি আমাদেরকে স্থানীয় জাত ধরে রাখতে হবে। এখানে অনেকেই আছেন যারা আমার মতো স্থানীয় জাতের ধানের ভাত খেতে পচ্ছন্দ করেন। কারণ এগুলো সুস্বাধু। আজকের অনুষ্ঠানে যেসব ব্রীডার কৃষক উপস্থিত হয়েছেন তাদের প্রত্যেককেই আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে অভিনন্দন। আপনারা আমাদের স্থানীয় ধানের জাত উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন। এখানে দু-একজনের ধান আমি নিজে দেখেছি। সত্যিই খুব ভালো ধান তাঁরা করেছেন। আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর ও কথা বলার সুযোগ প্রদানের জন্য আমি লোকজ-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মো: রবিউল ইসলাম, উপজেলা কৃষি অফিসার, বটিয়াঘাটা, খুলনা

লোকজ কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই ধানজাত উদ্ভাবনের গল্প বিষয়ক সেমিনারে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নয় জন উদ্ভাবক কৃষক অংশগ্রহণ করছেন। তাঁরা তাদের অভিজ্ঞতাগুলো বলেছেন। এখানে আমাদের বটিয়াঘাটা উপজেলার কৃষক আরুনী সরকার যে ০৬টি জাত উদ্ভাবনের দাবী করেছেন আমরা তাকে সাধুবাদ জানাই। ইতিপূর্বে জাত উদ্ভাবন সম্পর্কে আমাদেরকে জানানোর পর আমরা দুজন উপ-সহকারী কৃষি অফিসারদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়নে এই ০৬টি জাতের দুটি ট্রায়াল প্লট স্থাপন করি। সেখানে ক্রপকার্ট করে ভালো একটা ফলন পাওয়া যায়। এরপর আমরা উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে তাকে ন্যাশনাল সীড বোর্ড বরাবর আবেদন করতে পরামর্শ প্রদান করি। আবেদনের পর সীড বোর্ড ধানের মাল্টি-লোকেশান ট্রায়াল দেয়। এই ট্রায়ালে যদি তারা পারফরমেন্স ভালো পায়, তাহলে নতুন জাত হিসাবে অনুমোদনের সুপারিশ পাবে। যতই ধানগুলো ভালো হোক না কেন, কিম্বা পত্র-পত্রিকা বা সেমিনার বা কর্মশালার মাধ্যমে জাননো হোক না কেনো; এটা জাত হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া কঠিন হবে। লোকজ কিম্বা কৃষক আরুণির জন্য আমার এই পরামর্শই থাকবে। ধন্যবাদ সকলকে।

কৃষি উন্নয়নে নানা কর্মসূচি

স্থানীয় পর্যায়ে অগ্রসর কৃষি পরিদর্শন ও কৃষি শিক্ষা সফর

অগ্রসর কৃষকদের কাছ থেকে নতুন ও উন্নত কৃষির ধারণা নিতে স্থানীয় পর্যায়ে ০৪টি কৃষি শিক্ষা সফর সম্পন্ন হয়েছে। এই সব সফরগুলোতে আগ্রহী কৃষকরা অংশগ্রহণ করেছেন। ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ সফরের প্রথমে গঙ্গারামপুর ইউনিয়নের আন্ধারিয়া গ্রামের কালী ঠাকুর মণ্ডলের বিশাল শশা ক্ষেত পরিদর্শন ও তার সাথে এই চাষ পদ্ধতি নিয়ে মতবিনিময় হয়। এরপর কৃষকরা বয়ারভাঙ্গা গ্রামে আশালতা ঢালীর বস্তায় মেটে আলু চাষ পদ্ধতি, বটিয়াঘাটা ইউনিয়নের বলাবুনিয়া গ্রামে অঞ্জলী মণ্ডলের ঘের পাড়ের সবজি ক্ষেত, তরুন বাছাড়ের করলা ক্ষেত, তপন মণ্ডলের শশা ও লাউ ক্ষেত, বিউটি বিশ্বাসের পেঁপে চাষ ও লাউ চাষ পদ্ধতি পরিদর্শন করেন।

গত ২১ ডিসেম্বর ২০২২, বটিয়াঘাটার সুরখালি ইউনিয়নের গাওঘরা গ্রামের মাহবুর মোল্লা, মমিন মোল্লা এবং চাঁদেরডাঙ্গা গ্রামের মাহবুর ফকির ও আবু তালেব-এর সবজি ক্ষেত পরিদর্শন করেন। এই সফরের মাধ্যমে কৃষকরা ক্ষেতের পাশে নালা তৈরি করে সেখানে সবজির পাতা ও গাছ ফেলে রাখা হয়, যা পঁচে গেলে জৈব সার হিসাবে ব্যবহার; ফলন কমার সাথে সাথে গাছ কেটে ফেলে দিলে সাথী অন্য ফসল বেড়ে ওঠার সুযোগ; লতায়িত গাছে হাং বা মাছা লাগে না এবং ফলন কমে আসা বেগুন গাছকে মাচা হিসাবে কিভাবে ব্যবহার করা হয় তা জানতে পারেন। গত ৩০ জানুয়ারী ২০২৩, সফরে অংশগ্রহণকারী কৃষকরা দাকোপের শিংজোড়া গ্রামের মনোরঞ্জন মণ্ডলের বৈচিত্র্যময় কৃষি খামারে ১৫ প্রকারের সবজির ক্ষেত, ২০০ জাতের ফল ও ঔষধী গাছ এবং মুরগী পালনের পদ্ধতি সম্পর্কে জানেন। এরপর কৈলাশগঞ্জ ইউনিয়নের রামনগর গ্রামের সুশান্ত রায়ের পারিবারিক জৈব কৃষি খামারে আলু, বেগুন, ওলকপি, ফুলকপি, বাধাকপি, বিটকপি, টমেটো, গাজর, মুলা, লালশাক, পুইশাক, ডাটাশাক, পেয়াজ, রসুন, পেঁপে, কাঁচা মরিচ, আদা, হলুদ, মেটে আলু, পালন শাক, মানকচু, মিষ্টি আলু, লাউ, কচুরমুখি, চুঁই প্রভৃতির চাষাবাদ পদ্ধতি এবং একই ইউনিয়নের ধোপাদী গ্রামে অজয় মজুমদারে গরু-ছাগল-ভেড়ার খামার ফ্রেন্ডস ফার্ম লি:-এ পাঁচ শতাধিক ছাগল, বেশকিছু গুরু এবং ভেড়া পালন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা অর্জন করেন।

এছাড়া গত ২৬ এপ্রিল ২০২৩, সফরটির মাধ্যমে গঙ্গারামপুর ইউনিয়নের মশিয়ারডাঙ্গা গ্রামের নারী কৃষক কামনা রায় আলো-এর মুগ ডালক্ষেত পরিদর্শন ও চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারী কৃষকরা ধারণা অর্জন করেন। এসময় জানা যায়, কামনা গত মৌসুমে ২৭৫ শতাংশ জমিতে ৪৫ মণ তিলে মুগ ডাল উৎপাদন করেছেন।

স্থানীয় কৃষি সমস্যার অগ্রাধিকার চিহ্নিত এবং সমাধানে করণীয় কর্মশালা

স্থায়ীত্বশীল স্থানীয় কৃষির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে লোকজ-এর উদ্যোগে বটিয়াঘাটার হেতালবুনিয়া গ্রামে অনুষ্ঠিত হলো স্থানীয় কৃষি সমস্যার অগ্রাধিকার চিহ্নিত এবং সমাধানে করণীয় বিষয়ক কর্মশালা। মিজরিও-জার্মানীর আর্থিক সহায়তায় ০২ নভেম্বর ২০২২ অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বটিয়াঘাটা উপজেলার হেতালবুনিয়া, ভেন্নাবুনিয়া ও পার বটিয়াঘাটা গ্রামের কৃষক প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। হেতালবুনিয়া কৃষক সংগঠন ও মৈত্রী কৃষক ফেডারেশন-এর সভাপতি রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলের সভাপতিত্বে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত কর্মশালায় সহায়কের দায়িত্ব পালন করেন কৃষিবিদ সিরাজুল হক ও লোকজ-এর নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রসাদ সরকার। কর্মশালার মাধ্যমে এলাকার কৃষিভিত্তিক সমস্যা যেমন: নদী-খালের অবৈধ নেট, পাটা, কোমর ও বাঁধ তৈরি, অকেজো স্লুইচ গেট, নদী-খাল ভরাট, কৃষির জন্য মিস্টি পানির অভাব, ক্রেতা বা ফড়িয়াদের সিণ্ডিকেট, কৃষির পণ্যের বাজার ও পরিবহন ব্যবস্থা, ফসলের লাভজনক মূল্য না পাওয়া, কৃষি ভর্তুকি প্রদানের ক্ষেত্রে দলীয়করণ, কৃষি ও সেচ কাজে পানি ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় কৃষকের নিয়ন্ত্রনে না থাকা, কৃষি যন্ত্রপাতি, সার ও বীজের অতিরিক্ত দাম এবং ভালো মানসম্মত বিএডিসি'র বীজের অভাবকে চিহ্নিত করা হয়।

দাকোপে কৃষকদের জন্য ধানের জাত বৈশিষ্ট্য এবং ডকুমেন্টেশন বিষয়ক কর্মশালা

কৃষকদের জন্য ধানের জাত বৈশিষ্ট্য এবং ডকুমেন্টেশন বিষয়ক কর্মশালা ০৩ নভেম্বর ২০২২ দাকোপের শিংজোড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় পিভিএস প্লটের সামনে অনুষ্ঠিত হয়। লোকজ-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় দাকোপ উপজেলার ২টি ইউনিয়নে ১০টি কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। লোকজ-এর নির্বাহী পরিচালক দেব প্রসাদ সরকারের সূচনা বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় সহায়কের দায়িত্ব পালন করেন কৃষিবিদ সিরাজুল হক। অংশগ্রহণকারী কৃষকরা পিভিএস প্লটে রোপনকৃত ৩০টি জাতের মধ্যে ১) গাছের উচ্চতা ২) শীষের দৈর্ঘ্য ৩) জীবনকাল ৪) শীষের গাথুনী ৫) কুশির সংখ্যা ৬) দানার দৈর্ঘ্য ৭) দানার প্রস্থ ৮) চাউলের আকৃতি ৯) চাউলের রং ১০) ধানের রং ১১) চাউলের ঘ্রাণ ১২) গোছায় পুষ্ট ধানের সংখ্যা ১৩) ১০০০ শুকনো ধানের ওজন ইত্যাদি বৈশিষ্টের ভিত্তিতে তাদের পছন্দনীয় জাতগুলো বাছাই করেন।

বটিয়াঘাটায় লোকজ'র উদ্যোগে
ধানের ফলন যাচাই, জাত বাছাই ও বীজ সংরক্ষণ প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বটিয়াঘাটায় লোকজ-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো ধানের ফলন যাচাই, জাত বাছাই ও বীজ সংরক্ষণ বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা। মিজরিও-জার্মানীর আর্থিক সহায়তায় ২৭ নভেম্বর ২০২২ রবিবার বটিয়াঘাটার ভান্ডারকোট নোয়াইলতলায় অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় আমন মৌসুমের ২৫ জন ধান চাষী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কৃষকরা সরজমিনে লোকজ ও নোয়াইলতলা কৃষক সংগঠনের সভাপতি ফজলুর রহমান লাভলু'র উদ্যোগে গড়ে ওঠা ১০ জাতের স্থানীয় আমন ধানের মিনি ট্রায়াল প্লট এবং এলাকায় রোপনকৃত উচ্চ-ফলনশীল বিভিন্ন জাতের প্লট পরিদর্শন ও পরিভ্রমণ করে ধানের ফলন যাচাই ও আগামীতে রোপন করার জন্য জাত বাছাই করেন। এছাড়া প্রশিক্ষণে ধান বীজ সংরক্ষণের উপায় ও পদ্ধতির ধাপসমূহ নিয়ে হাতে কলমে আলোচনা হয়। প্রশিক্ষণটিতে সহয়কের ভূমিকা পালন করেন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বীজ উৎপাদক কৃষক লুৎফর রহমান, লোকজ-এর সমন্বয়কারী পলাশ দাশ, আকবর হোসেন, মিলন কান্তি মণ্ডল, দিপংকর কবিরাজ প্রমুখ:। এই প্রশিক্ষণের মধ্যদিয়ে এলাকার কৃষকরা কোম্পানীর প্যাকেটজাত বীজের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে নিজেদের জন্য নিজেদের উৎপাদিত ধান থেকে স্থানীয় জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বীজ রাখতে পারবেন।

স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদে কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠায়
লবি ও অ্যাডভোকেসি সভা

মৈত্রী কৃষক ফেডারেশন ও লোকজ এর উদ্যোগে স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদে কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় লবি ও অ্যাডভোকেসি সভা ৩০ নভেম্বর ২০২২ সকাল ১১ টায় বটিয়াঘাটা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের সভাপতি রবীন্দ্র নাথ মণ্ডলের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক বিভাষ মণ্ডলের সঞ্চালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রবিউল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে অতিরিক্ত উপজেলা কৃষি অফিসার শামীম আরা নিপাসহ সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বটিয়াঘাটা প্রেস ক্লাবের সভাপতি কবির আহমেদ খান, সাধারণ সম্পাদক মো: মনিরুজ্জামান, দৈনিক ইত্তেফাক খুলনা প্রতিনিধি শেখ আব্দুল হামিদ। কৃষক প্রতিনিধিগণ সরকার নির্ধারিত মূল্যে বীজ, সার ও কীটনাশক বিক্রয়ে নিবিড় তদারকি, কৃষকের হাতে বেশি সংখ্যক ইনব্রীড বীজ সরবরাহ, নদী খালের পাটা ও নেটজাল আপসারণ করা, বিভিন্ন ইউনিয়নে ভরাট নদী খালগুলো খনন, উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ ও কৃষকদের সঙ্গে সমন্বয় বৃদ্ধি করা, কৃষি পন্য বিপণন ব্যবস্থাপনায় মধ্যসত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধিতে হস্তক্ষেপ এবং আগামী তরমুজ ও বোরো মৌসুমে সারের বরাদ্দ বৃদ্ধি করার দাবী জানান।

তরমুজ চাষের জন্য কৃষি অর্থনৈতিক জোন ঘোষণার দাবী

খুলনা জেলা প্রশাসক ও দাকোপ উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবরে কৃষকদের স্মারকলিপি

তরমুজ চাষের জন্য কৃষি অর্থনৈতিক জোন ঘোষণার দাবীসহ তরমুজ চাষ ও বাজারজাতকরণে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার দাবীতে খুলনা জেলা প্রশাসক বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করেছেন মৈত্রী কৃষক ফেডারেশন ও লোকজ-এ নেতৃত্বে দাকোপ বটিয়াঘাটা অঞ্চলের কৃষকরা। ২৮ নভেম্বর ২০২২ জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপিটি খুলনার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো: সাদিকুর রহমান খান-এর হাতে তুলে দেবার সময় অন্যাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক গৌরাঙ্গ নন্দী ও তরুণ সাংবাদিক শেখ আওয়াল। স্মারকলিপি প্রদানের সময় কৃষকদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন লোকজ মৈত্রী কৃষক ফেডারেনের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল, সাধারণ সম্পাদক বিভাষ মণ্ডল, সহসাধারণ সম্পাদক ফজলুর রহমান লাভলু, প্রসেন রায়, বটিয়াঘাটা উপজেলা পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মো: নজরুল ইসলাম শেখ, দাকোপ-বাজুয়ার তরমুজ চাষি সিদ্ধার্থ চৌকিদার, লোকজ-এর সমন্বয়কারী পলাশ দাশ, আকবর হোসেন ও মিলন কান্তি মণ্ডল প্রমুখ:। এসময় বক্তরা তরমুজ চাষ, পরিবহন ও বিপননের ক্ষেত্রে যে সকল সমস্যা রয়েছে তা তুলে ধরে খুলনার দাকোপ ও বটিয়াঘাটা উপজেলাকে তরমুজ চাষের জন্য কৃষি অর্থনৈতিক জোন ঘোষণা করা, কীটনাশক কম লাগে এমন উচ্চফলনশীল ইনব্রীড বীজ উদ্ভাবন করে বাজারে বীজের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা, নদী-খাল লিজ অবুমক্ত ও খনন করে চাষের জন্য সেচের ব্যবস্থা করা, প্রকৃত তজমুজ চাষীদের তালিকা করে প্রশিক্ষণ প্রদান, অভিজ্ঞ কৃষক ও কৃষিবিদদের নিয়ে কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে তরমুজ চাষের গাইড লাইন তৈরি, প্রকৃত চাষীদের বিনাসুদে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা, সকল ধরণের বীজের ন্যায্য দাম নির্ধারণ এবং ন্যায্যমূল্যে যাতে কীটনাশক বিক্রি হয় তার ব্যবস্থা, উপজেলাভিত্তিক সঠিকভাবে চাহিদা নিরুপন করে ডিলারদের কাছে পর্যাপ্ত সার সরবরাহ এবং সরকার নির্ধারিত মূল্যে সার বিক্রি হচ্ছে কী না তা কঠোরভাবে তদারকি করা, তরমুজ চাষের আগে সরকারি উদ্যোগে মাঠে এসে মাটি পরীক্ষা ও সার সুপারিশের ব্যবস্থা, স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি ব্যবস্থাপনায় তরমুজ বিক্রির জন্য আড়ত স্থাপন এবং সরকারি ব্যবস্থাপনায় ঘাট ও ট্রাক ভাড়া নির্ধারণ ও তা কার্যকর হচ্ছে কী না তা তদারকি করা, তরমুজ পরিবহন ও বিপনন ব্যবস্থাকে মধ্যসত্ত্বভোগীদের হাত থেকে রক্ষা করা এবং সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও কৃষক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে মনিটরিং টিম বা কমিটি তৈরি করে উপরোক্ত বিষয়াবলী কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করার দাবী তুলে ধরেন।

এছাড়া ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ দাকোপ উপজেলা নির্বাহী অফিসার মিন্টু বিশ্বাস বরাবরে অনুরূপ দাবীতে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য এ্যাডভোকেট গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার, দাকোপ উপজেলার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শেখ আবুল হোসেন, চালনা পৌরসভার মেয়র জনাব সনৎ কুমার বিশ্বাস, লোকজ এর নির্বাহী পরিচালক জনাব দেব প্রসাদ সরকার, মৈত্রী কৃষক ফেডারেশনের সদস্য সঞ্জীব রায়, মো: শাহদাত গাজী, উত্তম মণ্ডল, প্রসেন রায়, রিতা রপ্তান, রমেশ হালদার, দাকোপ উপজেলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি সাংবাদিক শচীন্দ্রনাথ মণ্ডল, সাংবাদিক আজম খাঁন।

দাকোপে ধানের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, যাচাই এবং বীজ সংরক্ষণ প্রশিক্ষণ কর্মশালা

স্থায়ীত্বশীল স্থানীয় কৃষির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দাকোপে অনুষ্ঠিত হলো ধানের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, বীজ সংরক্ষণ, স্ক্রীনিং ও ডকুমেন্টেশন প্রশিক্ষণ কর্মশালা। মিজরিও-জার্মানীর আর্থিক সহায়তায় ১৩-১৪ ডিসেম্বর ২০২২ অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপজেলার কামারখোলা ও দাকোপ ইউনিয়নের ১০টি কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধিসহ স্থানীয় ২৮ জন ধান চাষি অংশগ্রহণ করেন। দাকোপের শিংজোড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সহায়কের দায়িত্ব পালন করেন ধানবীজ সংরক্ষণকারী কৃষক লুৎফর গোলদার, লোকজ- এর নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রসাদ সরকার, প্রকল্প সমন্বয়কারী পলাশ দাশ। প্রশিক্ষণটিতে এলাকা উপযোগী ধানের জাত নির্বাচন পদ্ধতি, ধানের জাত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন স্থান ভেদে জমিতে কৃষকের পচ্ছন্দ অনুযায়ী স্ক্রীনিং ও ডকুমেন্টেশন বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কৃষকরা ধানজাত গবেষণা প্লটের ৩০টি জাত থেকে এলাকা, আবহাওয়া ও জমি উপযোগী স্থানীয় আমন ধানের জাত নির্বাচন করেন।

লোকজ ও মৈত্রী কৃষক ফেডারেশনের যৌথ সংবাদ সম্মেলন

আমতলা ও খড়িয়াসহ সকল নদী-খালের ইজারা বন্ধ এবং কৃষির জন্য জলমহল উন্মুক্ত ঘোষণার দাবী

খুলনা বটিয়াঘাটা উপজেলার আমতলা ও খড়িয়াসহ সকল নদী-খাল ইজারা বন্ধ এবং নেট-পাটা ও বাঁধ অপসারণ করে কৃষির জন্য উন্মুক্ত জলমহল ঘোষণার দাবী জানিয়েছে স্থানীয় উন্নয়ন সংগঠন লোকজ ও মৈত্রী কৃষক ফেডারেশন। ০৮ জুন ২০২৩ কাতিয়ানাংলা লোকজ সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বিভাষ মণ্ডল লিখিত বক্তব্য পাঠ করে এ দাবী জানান। এ সময় সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে বক্তব্য রাখেন লোকজ-এর নির্বাহী পরিচালক দেব প্রসাদ সরকার, গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য শেখ মোঃ মোশাররফ হোসেন, সেলিনা ইয়াসমিন পলি, মোঃ মনিরুল ইসলাম, মৈত্রী কৃষক ফেডারেশনের সভাপতি বরীন্দ্রনাথ মণ্ডল, সহসভাপতি দীপ্তি মল্লিক, তাপস মল্লিক, বাসুদেব মণ্ডল, প্রসেন বিশ্বাস, আশিষ মণ্ডল, মোস্তাফিজুর রহমান, লোকজ-এর সমন্বয়কারী পলাশ দাশ প্রমুখঃ।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়েছে বটিয়াঘাটা উপজেলার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত আমতলা, খড়িয়া, বটবুনিয়া, বরাখালী, ছোটখড়িয়া, মরাখড়িয়া ও গোন্ধামারী খাল। উল্লেখিত নদী ও খালসমূহ পরস্পর সংযুক্ত, কিন্তু ভিন্ন নামে পরিচিত জলমহল। যা ওয়াপদা বেঁড়িবাধ-এর ভিতরে অবস্থিত এবং স্লুইস গেইট সংযুক্ত। উক্ত নদী-খালগুলির মাধ্যমে এলাকার ২৬টি গ্রামের প্রায় ৩৫ হাজার একর ফসলী জমির আবাদ হয় এবং এই জমির পানি নিষ্কাষিতও হয়। এলাকার ৩৫ হাজার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ কৃষিজীবি ও মৎস্যজীবি। তারা এই নদী ও খালের পানি ব্যবহার করে আমন, আউশ ও ব্যাপক বোরো ধান, তরমুজ, মিস্টি কুমড়া, তিল, মুগডালসহ সকল ফসল উৎপাদন করে। সারাদিন কাজের পর কৃষকরা এই নদী হতে মাছ ধরে তাদের দৈনন্দিন আমিষের চাহিদা মেটায়। এলাকার মানুষের জীবন জীবিকার জন্য এই নদী ও খালগুলি একমাত্র অবলম্বন হয়ে উঠেছে। অথচ জলমহলগুলোর মধ্যে আমতলা ও খড়িয়া নদী দুটি স্থানীয় ভূয়া মৎস্যজীবি সমিতির নামে ইজারা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। এই ইজারার ফলে সরকার কিছু তাৎক্ষনিক রেভুনিউ পেলেও জিডিপি'তে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

রাজশাহীতে অংশগ্রহণমূলক কৃষি অভিজ্ঞত বিনিময় সফর

কৃষকের অংশগ্রহণে ২৩-২৫ মে ২০২৫ তিন দিনের জন্য লোকজ-এর উদ্যোগে একটি কৃষি অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর অনুষ্ঠিত হয়। মিজরিওর সহযোগি সংগঠন বাসরিক এর কর্মএলাকা রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলা এবং নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার কৃষিভিত্তিক কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করা হয়।

তানোরের মুন্ডুমালার ঝিনাইপাড়া গ্রামে ব্রীডার কৃষক নূর মোহাম্মদ-এর উদ্ভাবিত খরা সহিষ্ণু ১৯টি ধান জাতের অগ্রসরমান কৌলিকসারির উৎপাদনশীলতা পরীক্ষণ প্লট পরিদর্শন করা হয়। এক্ষেত্রে কৃষকরা নতুন ধানের জার্মিনেশন ও লাইন সিলেক-শান পদ্ধতি সম্পর্কে ধারনা অর্জন করেন। এরপর একই উপজেলার পাঁচন্দর ইউনিয়নের দুবাইল গ্রামে কৃষকরা বারসিকের বরেন্দ্র কৃষক বীজ ব্যাংক পরিদর্শন করেন। এখানে দু শতাধীক ধান বীজসহ বিভিন্ন ধরণের সবজি বীজ দেখা গেছে। বীজ ব্যাংক পরিদর্শন শেষে তানোরে বুগিরপাড়া গ্রামের মোঃ নওশাদ আলীর আরবীয় খেজুর বাগান দেখা হয়। নওশাদ আলী মরিয়ম, আজুয়া ও বরইসহ ০৪ জাতের ৪০টি গাছ নিয়ে বাগান তৈরি করেছেন। পরে নওগার মান্দা উপজেলার কালীগ্রামে শাহ্ কৃষি তথ্য পাঠাগার ও কৃষি জাদুঘর পরিদর্শন করা হয়েছে। এই পাঠাগারে কৃষি সংশ্লিষ্ট বই এবং জাদুঘরটিতে আমাদের প্রাচীন কৃষির হাজার হাজার কৃষি উপকরণ দেখে কৃষকরা অনুপ্রাণিত হয়েছেন, মুগ্ধ হয়েছেন। একই গ্রামে ২১ বিঘা জমিতে নতুন আম এবং সাথী বাগান হিসাবে বাসক বাগান কৃষকরা পরিদর্শন করেন। পরের দিন কৃষকরা রাজশাহী রেশম কারখানা পরিদর্শন করেন। দীর্ঘ সময় ধরে রেশম চাষ থেকে শুরু করে গুটি তৈরি, পোকা ম্যানেজমেন্ট, সুতা তৈরি থেকে সিল্ক কাপড় তৈরি পর্যবেক্ষনের মধ্যদিয়ে দুদিনের কৃষি অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরটি শেষ হয়।

বটিয়াঘাটায় লোকজ'র কৃষক মাঠ দিবস পালন

১০৫ প্রজাতির স্থানীয় আমন ধান উপস্থাপন, ১৯টি এলাকা উপযোগী আমন ধানের জাত নির্বাচন ০৬টি উদ্ভাবিত ধানের ২৪টি প্রায়োগিক গবেষণাধীন প্লট পরিদর্শন

এলাকা উপযোগী আমন ধানের জাত নির্বাচনের লক্ষ্যে বটিয়াঘাটায় অনুষ্ঠিত হলো এক ব্যতিক্রমধর্মী কৃষক মাঠ দিবস। মিজরিও-জার্মানীর সহায়তায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা লোকজ এবং গঙ্গারামপুর কৃষক সংগঠনের আয়োজনে ০৭ ডিসেম্বর ২০২২ গঙ্গারামপুর স্টার ইউনিট ক্লাব মাঠে কৃষক মাঠ দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। লোকজ মৈত্রী কৃষক ফেডারেশনের সভাপতি রবীন্দ্র নাথ মণ্ডলের সভাপতিত্বে এবং লোকজ-এর নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রসাদ সরকারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বটিয়াঘাটা উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান চঞ্চলা মণ্ডল, বটিয়াঘাটা উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার মোঃ আবুবকর মোল্লা, খগেন্দ্রনাথ মহিলা কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নির্মলেন্দু বিশ্বাস, সাংবাদিক আব্দুল হামিদ, আওয়ামীলীগ নেতা পলাশ রায়, মিজানুর রহমান শেখ, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ইদ্রজিৎ টিকাদার। মাঠ দিবসের আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য রাখেন বটিয়াঘাটা উপজেলা উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা শামসুর নাহার, বটিয়াঘাটা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মনিরুজ্জামান, ইউপি সদস্য মোসাঃ সেলিনা ইয়াসমিন পলি, ইউপি সদস্য কামরুল শেখ, মৈত্রী কৃষক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বিভাষ মণ্ডল, সহসাধারণ সম্পাদক ফজলুর রহমান লাভলু, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নিকুঞ্জ বিহারী সরকার, স্বপন কুমার ফৌজদার, তাপস মল্লিক, লতিকা মণ্ডল প্রমুখঃ।

অংশগ্রহণকারীরা আমন ধানের জাত নির্বাচন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে ১০৫ প্রজাতির স্থানীয় আমন ধানের পিভিএস প্লট পরিদর্শন করে র‍্যাংকিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এলাকা উপযোগী ধানের জাত নির্বাচন করেন। নির্বাচিত জাতগুলোর হলোঃ সিলেট বালাম, কালকুচ, স্বর্ণা, সাগরফনা, মন্তেশ্বর, রূপশাইল, সাদা বাঁশফুল বালাম, লালমোটা, ইঞ্চি, চরবলেশ্বর, সাহেবকুচি, চরোবালাম, আশফল, কালোজিরা; এছাড়া নতুন উদ্ভাবিত জাতগুলোর মধ্যে আরুনী, লোকজ, আলো, গঙ্গা ও মৈত্রী ধান। মাঠ পরিদর্শনকালে কৃষকরা ব্রীডার কৃষক আরুনী সরকার উদ্ভাবিত ০৬ জাতের আমন ধানের প্রায়োগিক গবেষণাধীন ২৪টি প্লট পরিদর্শন করেন।

বটিয়াঘাটা ও দাকোপে লোকজ'র উদ্যোগে ব্যতিক্রমী গ্রামীণ বীজমেলা

হারিয়ে যওয়া দেশীয় জাতের বীজ বিনিময়, প্রদর্শণী ও বিপননের জন্য ০১ মার্চ বটিয়াঘাটার বাদামতলা বাজার মাঠ চত্ত্বরে এবং ২৭ মে ২০২৩ দাকোপে কামারখোলা ইউনিয়ন পরিষদ চত্ত্বরে অনুষ্ঠিত হলো দুটি গ্রামীণ বীজমেলা। লোকজ আয়োজিত এই মেলা দুটিতে এলাকার শতাধীক নারী কৃষক তাদের সংরক্ষিত বীজ নিয়ে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও অংশগ্রহণ করেন। বৈচিত্র্যময় বীজ মেলা দুটির প্রত্যেকটি স্টলে কমপক্ষে ৫০ থেকে ২০০ জাত ও প্রজাতির ফলজ, বনজ ও সবজির স্থানীয় বীজ প্রদর্শীত হয়।

উন্নয়ন সহযোগি মিজরিওর জার্মানীর সহযোগিতায় ৪০টি কৃষক সংগঠনের সমন্বিত জোট মৈত্রী কৃষক ফেডারেশন মেলাটির আয়োজক সহযোগি হিসাবে দায়িত্ব পালন করে। কৃষক ফেডারেশনের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলের সভাপতিত্বে ও লোকজের নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রসাদ সরকারের সঞ্চালনায় বটিয়াঘাটার বাদামতলা বাজার মাঠ চত্ত্বরে মেলা শেষে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ নুরুল আলম, বিশেষ অতিথি হিসাবে বটিয়াঘাটা উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই গাইন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান চঞ্চলা মণ্ডল, বটিয়াঘাটা উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ রবিউল ইসলাম, বটিয়াঘাটা সদর ইউনিয়ন পরিষদ সাবেক চেয়ারম্যান মনোরঞ্জন মণ্ডল, খগেন্দ্রনাথ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ নির্মলেন্দু বিশ্বাস, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোঃ এমদাদুল হক, কৃষক ফেডারেশন সাধারণ সম্পাদক বিভাস মণ্ডল, নিরাপদ কৃষি আন্দোলন মঞ্চের সভাপতি এমডি বাহালুল আলম, সাংবাদিক ইন্দ্রজিত টিকাদার প্রমুখঃ।

বীজ মেলায় প্রদর্শিত কৃষকদের বীজের স্টলগুলো থেকে বীজের সংখ্যা, বীজের বৈচিত্র্যময়তা, বীজের মান এবং বীজ উপস্থাপন কৌশলের উপর ভিত্তি করে একটি নির্বাচনী প্যানেলের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী নারী কৃষকদের মধ্যে বটিয়াঘাটায় করুনাময়ী মণ্ডল প্রথম, শিউলী মণ্ডল দ্বিতীয় এবং সুইটি গাইন ও নমিতা সরকারকে যৌথভাবে তৃতীয় স্থান এবং দাকোপের মেলায় দক্ষিণ শ্রীনগর কৃষক সংগঠনের দেবপ্রসাদ বাওয়ালী প্রথম, পূর্ব শ্রীনগর কৃষক সংগঠনের কনিকা বিশ্বাস দ্বিতীয় এবং টেংরারচর কৃষক সংগঠনের প্রভাতী মণ্ডলকে তৃতীয় নির্বাচিত করে পুরস্কার প্রদানসহ মেলায় অংশগ্রহণকারী সকল কৃষকদের পুরস্কৃত করা হয়েছে।

Loving Care for the Oppressed Society- LoCOS

Village: Gangrampur, Post: Katianangla
Upazilla: Batiaghata, District: Khulna
Bangladesh
E-mail: locosdeb@yahoo.com
Web: www.locosbd.org
Cell: +88 01716 704110